United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Japan
Funds-in-Trust

wk¶v I M‡elYv Bbw÷wUDU
XvKv wekwe`¨vjq

শিক্ষক প্রশিক্ষণে একীভূত শিক্ষার প্রসার
নীতি

1

এডভোকেসি গাইড

শিক্ষক প্রশিক্ষণে একীভূত শিক্ষার প্রসার

এডভোকেসি গাইড ১

নীতি

রচনা ও অভিযোজনে

ড. মোহাম্মদ তারিক আহসান

সহযোগী অধ্যাপক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইকবাল হোসেন

উপদেষ্টা, কোয়ালিটি প্রাইমারি এডুকেশন প্রোগ্রাম, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোঃ মুরশীদ আকতার

গবেষণা কর্মকর্তা, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

wk¶v I M‡elYv Bbw÷wUDU
XvKv wekwe`¨vjq

ইউনেস্কো ঢাকা এবং শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অভিযোজিত ও প্রকাশিত

ইউনেস্কো ঢাকা
বাড়ি নং ১২২, সড়ক নং ১, ব্লক এফ, বনানী, ঢাকা ১২১৩, বাংলাদেশ
ই মেইল: dhaka@unesco.org
ফোন: +৮৮০২-৯৮৭৩২১০, ৯৮৬২০৭৩, ৯৮৭১৬৯৫, ফ্যাক্স: +৮৮০২-৯৮৭১১৫০

শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০
ফোন: +৮৮০২-৯৬৬১৯২০-৭৩ (এক্সট: ৮২০০)

স্বত্ব: ইউনেস্কো, ২০১৫, সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৩-৯৩০৯-৮ (মুদ্রিত সংস্করণ)
৯৭৮-৯৮৪-৩৩-৯৩১০-৪ (ইলেকট্রনিক সংস্করণ)

এই প্রকাশনায় ব্যবহৃত যেকোনো অংশের উল্লেখ এবং সমগ্র প্রকাশনাটিতে বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা কোনো দেশ, অঞ্চল, শহর বা তার কর্তৃত্বাধীন এলাকা বা তার সীমানা বা সীমান্ত অঞ্চলের আইনগত মর্যাদা সম্পর্কে ইউনেস্কোর কোনো অভিমত হিসেবে বিবেচিত হবে না।

এই এডভোকেসি গাইডে ব্যবহৃত বিভিন্ন মতামত ও তথ্যের উল্লেখ এবং ব্যবহার সংশ্লিষ্ট লেখক ও পরামর্শকদের। গাইডে ব্যবহার করা উক্তি বা মন্তব্য ইউনেস্কোর অভিমত নয় বা উল্লিখিত বিষয়ের প্রতি এই প্রতিষ্ঠান অঙ্গীকারাবদ্ধ নয়।

ইউনেস্কো ঢাকা এই গাইডে প্রকাশিত বিষয়বস্তুর ব্যাপক প্রসারে অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং এ লক্ষ্যে এই প্রকাশনা এবং অন্যান্য প্রকাশনার পুনর্মুদ্রণ এবং প্রকাশনা অবলম্বনে অন্য কিছু রচনা করার উদ্যোগকে স্বাগত জানায়। আরও তথ্যের জন্য এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন: dhaka@unesco.org

মূল এডভোকেসি গাইড সম্পর্কিত তথ্য:
ইয়ান কাপলান ও ইনগ্রিড লুইস রচিত এবং ইউনেস্কো ব্যাঙ্কক কর্তৃক প্রকাশিত
স্বত্ব: ইউনেস্কো ২০১৩ (সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)
মূল গাইড বাংলা অনুবাদ: তালাৎ মাহমুদ, প্রোগ্রাম ডিরেক্টর, সেভ দ্য চিলড্রেন
মূল গাইডের আইএসবিএন: ৯৭৮-৯২-৯২২৩-৪৩৭-৯ (মুদ্রিত সংস্করণ)
৯৭৮-৯২-৯২২৩-৪৩৮-৬ (ইলেকট্রনিক সংস্করণ)

অভিযোজিত বাংলা গাইড সম্পর্কিত তথ্য (ইংরেজীতে):
Shikkhok Prossikhon e Ekivuto Shikkhar Proshar: Advocacy Guide
Written By: Dr. M. Tariq Ahsan, Iqbal Hossain & Md. Murshid Akther
Adapted & Published By: UNESCO Dhaka & IER, Dhaka University
Coppyright: UNESCO-Dhaka, 2015

ISBN: 978-984-33-9309-8 (Print)
978-984-33-9310-4 (Electronic)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সার্বিক তত্ত্বাবধানেঃ

অধ্যাপক মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন, পরিচালক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পরামর্শ সভায় উপস্থিত অংশগ্রহণকারীঃ

১. মোঃ আব্দুল মান্নান, পরিচালক (পলিসি ও অপারেশন), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
২. মোঃ শফিকুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক, মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো
৩. অধ্যাপক কাজী আফরোজ জাহান আরা, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৪. নুজহাত ইয়াসমিন, উপসচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়
৫. শাহনাজ পারভীন, উপ পরিচালক, ইনক্লুসিভ এডুকেশন সেল, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
৬. আব্দুল মান্নান চৌধুরী, সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ-১), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
৭. শামসুন নাহার, প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)
৮. মোঃ মুজিবুর রহমান, শিক্ষা অফিসার, ইনক্লুসিভ এডুকেশন সেল, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
৯. মোঃ মাহফুজুল ইসলাম জুয়েল, শিক্ষা অফিসার, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
১০. এ কে এম মনিরুল হাসান, সহকারী বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)
১১. ডা. গোলাম মোস্তফা, উপদেষ্টা, ইসিডি, আগা খান ফাউন্ডেশন
১২. লিমিয়া দেওয়ান, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ব্র্যাক
১৩. ডিপ্লোমা বনোয়ারী, সিনিয়র সেক্টর স্পেশালিস্ট, ব্র্যাক
১৪. তালাৎ মাহমুদ, প্রোগ্রাম ডিরেক্টর, সেভ দ্যা চিলড্রেন
১৫. মোঃ শহিদুল ইসলাম, টিম লিডার, শিক্ষা, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
১৬. মোঃ মিজানুর রহমান আখন্দ, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গণসাক্ষরতা অভিযান
১৭. শিরীন আক্তার, প্রোগ্রাম অফিসার, ইউনেস্কো, ঢাকা

প্রকল্প সহযোগীঃ

সৈয়দ মোঃ সিয়াম, প্রকল্প সমন্বয়ক, এশিয়ান সেন্টার ফর ইনক্লুসিভ এডুকেশন (এসিআইই), ঢাকা

মুখবন্ধ

'সবার জন্য শিক্ষা' নিশ্চিত করতে হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমাজের সকল শিশুর অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে হবে যাতে একটি শিশুও কোনোভাবে শিক্ষা থেকে বাদ না পড়ে। অনেক সময় অর্থনৈতিক, সামাজিক, ভৌগলিক, সাংস্কৃতিক, ভাষাগত, শারীরিক ও মানসিক অবস্থার কারণে সব শিশু বিদ্যালয়ে যেতে পারে না। সকল শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে ভর্তি এবং প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করাই একীভূত শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে যথেষ্ট নয় বরং মানসম্মত শিক্ষায় সক্রিয় অংশগ্রহণ, শিখনফল অর্জন, নিয়মিত উপস্থিতি, শিক্ষাবর্ষ সম্পন্নকরণ, সাফল্যের সাথে পরবর্তী শ্রেণি/স্তরে উন্নীত ইত্যাদি নিশ্চিত করতে পারলেই একীভূত শিক্ষার লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব। শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হলে শিশুরা একদিকে সমাজের বোঝা হয়ে ভবিষ্যতে বঞ্চনা ও নিগ্রহের শিকার হবে; অন্যদিকে সরকারের অঙ্গীকার পূরণ না হওয়ারও ব্যর্থতা হিসেবে পরিগণিত হবে। এজন্য সরকারের অন্যান্য সাফল্যের সাথে শিক্ষা ক্ষেত্রে পূর্ণ সফলতার জন্য 'একীভূত শিক্ষা' নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সবাইকে কাজ করতে হবে। এই প্রেক্ষিতে একীভূত শিক্ষার গুরুত্ব বিবেচনা করে ইউনেস্কো এই কার্যক্রম নিশ্চিত করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ এবং তা বাস্তবায়ন এবং প্রসারের জন্য এই গাইডগুলো অভিযোজনের জন্য সহযোগিতা দিয়েছে।

মূলত ইউনেস্কো ব্যাঙ্কক একীভূত শিক্ষা কার্যক্রম প্রসারের লক্ষ্যে পাঁচটি বইয়ের ধারবাবাহিক এডভোকেসি নির্দেশনা প্রণয়ন করেছে। সেই পাঁচটি বইয়ের বিষয়বস্তুকে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অভিযোজন করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় ইউনেস্কো ব্যাঙ্কক কর্তৃক প্রকাশিত পাঁচটি বইয়ের বিষয়বস্তুকে তারা ভাষান্তর ও অভিযোজন করে তিনটি বই প্রণয়ন করেছে। এগুলো হলো ১. নীতি, ২. শিক্ষাক্রম ও উপকরণ এবং ৩. শিখন-শেখানো পদ্ধতি। এই অভিযোজিত নির্দেশনাগুলো 'একীভূত' শিক্ষা কার্যক্রম প্রসারে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আমরা আশাবাদী।

জাতীয় স্বার্থে 'একীভূত শিক্ষা'র মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের অভিযোজিত নির্দেশনাগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ রচনা, ভাষান্তর ও অভিযোজন করেছেন। শ্রমনিষ্ঠ ও বস্তুনিষ্ঠ এই কাজের জন্য আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কিচি ওয়েসু
প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট, শিক্ষা
ইউনেস্কো ঢাকা।

প্রসঙ্গকথা

সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা একীভূত শিক্ষার অন্যতম গুরত্বপূর্ণ লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে একীভূত শিক্ষা প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থীর চাহিদা পূরণে সচেষ্ট হয়। ফলশ্রুতিতে শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে শিক্ষার্থীর খাপ খাওয়ানোর প্রয়োজন দেখা দেয় না, বরং শিক্ষার্থীর চাহিদাকে বিবেচনায় রেখে শিক্ষা ব্যবস্থার মাঝে পরিবর্তন সাধন করা হয়। কাজেই একীভূত শিক্ষা একটি ধারণাগত পরিবর্তনের বিষয় যা মানুষের কর্ম বা আচরণ দ্বারা চর্চা করতে হয়। এ পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন যে ব্যক্তিটি তিনি হলেন শিক্ষক। আর এ ধারণাগত পরিবর্তন আসতে হলে বিষয়সংশ্লিষ্ট এডভোকেসির কোন বিকল্প নেই।

শিক্ষকদেরকে একীভূত শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করতে হলে প্রশিক্ষণকালীন সময়টি বিশেষ গুরত্বপূর্ণ। হতে পারে সেটি প্রাক-চাকুরিকালীন বা চাকুরিকালীন পর্যায়ের প্রশিক্ষণ। এ বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় রেখে ইউনেস্কো ঢাকা, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষক প্রশিক্ষণে একীভূত শিক্ষার প্রসারের জন্য একটি এডভোকেসি গাইড সিরিজ অভিযোজনের দায়িত্ব প্রদান করে। পাঁচ (৫) খন্ড বিশিষ্ট মূল এডভোকোসি গাইড সিরিজটি ইউনেস্কো ব্যাঙ্কক কর্তৃক রচিত ও প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এডভোকেসি গাইড সিরিজের রচনা ও অভিযোজনের অংশ হিসেবে এ দেশের প্রেক্ষাপটে শিক্ষক প্রশিক্ষণে নীতি, শিক্ষাক্রম ও উপকরণ এবং শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে তিনটি (৩) ভিন্ন খন্ডে সুনির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জ ও এডভোকেসি বার্তা রচনা করা হয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই এডভোকেসি গাইডসমূহ বিভিন্ন স্তরের (প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ শিক্ষা/বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়) শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে একীভূত শিক্ষার জন্য এডভোকেসি করার কৌশল নির্ধারণ করতে সহায়তা করবে।

শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই এডভোকেসি গাইড সিরিজ অভিযোজনে সকল অংশীজন এবং মূল রচনাকারী দলকে তাদের মূল্যবান সময় ও মেধা ব্যবহারের মাধ্যমে এই এডভোকেসি গাইড সিরিজটি সমৃদ্ধ করায় বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে। একইসাথে ইউনেস্কো ঢাকা, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে একীভূত শিক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এ এডভোকেসি গাইড সিরিজটির অভিযোজনের সুযোগ প্রদানের জন্য তাদেরকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে। আমরা মনে করি এডভোকেসি গাইড সিরিজটির মাধ্যমে শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিভিন্ন স্তরে একীভূত শিক্ষার জন্য সফলভাবে এডভোকেসি করার কৌশলসমূহ প্রয়োগ করা গেলে তবেই আমাদের এ প্রয়াস সার্থক হবে।

অধ্যাপক মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন
পরিচালক
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সূচিপত্র

মুখবন্ধ iv

প্রসঙ্গকথা v

অবতরণিকা ১

নীতিতে এডভোকেসি ৪

নীতি বলতে কী বোঝায় ৪

নীতি কেন গুরুত্বপূর্ণ এডভোকেসি ইস্যু? ৫

নীতি প্রণয়নের জন্য কেন এডভোকেসি গুরুত্বপূর্ণ? ৫

নীতি বিশ্লেষণ: কেন এবং কীভাবে? ৬

নীতিতে চ্যালেঞ্জ ও বাঁধা এবং তা নিরসনে এডভোকেসির উপায় ও কৌশল ৮

চ্যালেঞ্জ ১:"একীভূত শিক্ষা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা ও সচেতনতার অভাব" ৮

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ৮

এডভোকেসি বার্তা ১০

চ্যালেঞ্জ ২:"সমন্বয় ও সহযোগিতা" ১৪

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ১৪

এডভোকেসি বার্তা ১৫

চ্যালেঞ্জ ৩: "নীতি বাস্তবায়ন" ১৮

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ১৮

এডভোকেসি বার্তা ১৯

চ্যালেঞ্জ ৪:"আর্থ সামাজিক নীতি" ২২

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ২২

এডভোকেসি বার্তা ২৪

পরিশিষ্ট ২৬

অবতরণিকা

'শিক্ষক প্রশিক্ষণে একীভূত শিক্ষার প্রসার' তিনটি এডভোকেসি গাইডের একটি সিরিজ। এই তিনটি গাইডে যেসব বিষয় আলোচিত হয়েছে সেগুলো হলো: 'নীতি', 'শিক্ষাক্রম ও উপকরণ' এবং 'শিখন-শেখানো পদ্ধতি'। এই গাইডগুলোতে শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে একীভূত শিক্ষার চ্যালেঞ্জ আলোচনা করা হয়েছে এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একীভূত শিক্ষার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এডভোকেসি কৌশল ও নির্দেশনা সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছে। এই গাইড সিরিজটিতে প্রাক-চাকুরি ও চাকুরিকালীন শিক্ষক প্রশিক্ষণে একীভূত শিক্ষার ধারণা সন্নিবেশ করার সুফল সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে ।

এডভোকেসি গাইড ১: 'নীতি' - এ গাইডটিতে একীভূত শিক্ষার বর্তমান নীতিমালা এবং শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায়ে (যেমন মন্ত্রণালয়, শিক্ষক-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং স্কুল পর্যায়ে) নীতিমালার অসামঞ্জস্যতা, অপরিপূর্ণতা এবং অনুপস্থিতি সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়া বিদ্যমান প্রেক্ষাপটে চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করে তার ভিত্তিতে এডভোকেসির মাধ্যমে পরিবর্তন/সংযোজনের কৌশল সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে। এই গাইডটির মাধ্যমে নীতি-নির্ধারক, শিক্ষক প্রশিক্ষক এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণের একীভূত শিক্ষার প্রসার ঘটানোর জন্য এডভোকেসি করে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনতে ভূমিকা রাখতে পারেন।

এডভোকেসি গাইড ২: 'শিক্ষাক্রম ও উপকরণ' - এ গাইডটিতে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ব্যবহৃত শিক্ষাক্রম ও উপকরণের পারস্পরিক নিবিড় সম্পর্কের কথা বিবেচনা করে বিষয় দুটোকে একীভূত শিক্ষার প্রেক্ষাপটে সমন্বিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। গাইডটিতে একীভূত শিক্ষার আলোকে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ব্যবহৃত শিক্ষাক্রম ও উপকরণে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে এবং তার ভিত্তিতে এডভোকেসির মাধ্যমে পরিবর্তন/সংযোজনের কৌশল সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছে। এই গাইডটির মাধ্যমে নীতি-নির্ধারক, শিক্ষক প্রশিক্ষক এবং শিক্ষকবৃন্দ শিক্ষক প্রশিক্ষণের শিক্ষাক্রম ও উপকরণে একীভূত শিক্ষার প্রসার ঘটানোর জন্য কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনতে ভূমিকা রাখতে পারেন।

এডভোকেসি গাইড ৩: 'শিখন-শেখানো পদ্ধতি' একীভূত শিক্ষাক্রম ও একীভূত শিখন-শেখানো পদ্ধতি সরাসরি সম্পর্কযুক্ত এবং একটি অপরটির প্রতি নির্ভরশীল। শিক্ষাক্রমে শিক্ষার সামগ্রিক কাঠামো প্রতিফলিত হয়। সুতরাং একীভূত শিক্ষাক্রমে শিক্ষার সামগ্রিক কাঠামো একীভূত করার নির্দেশনা থাকে যার সাথে একীভূত শিখন-শেখানো পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট। গাইডটিতে একীভূত শিক্ষার আলোকে শিখন-শেখানো পদ্ধতি সম্পর্কে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে দৃষ্টিপাত করা হয়েছে এবং তার ভিত্তিতে এডভোকেসির মাধ্যমে পরিবর্তন/সংযোজনের কৌশল সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছে। এই গাইডটির মাধ্যমে নীতি-নির্ধারক, শিক্ষক প্রশিক্ষক এবং শিক্ষকবৃন্দ শিক্ষক প্রশিক্ষণের শিখন শেখানো পদ্ধতিতে একীভূত শিক্ষার প্রসার ঘটানোর জন্য কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনতে ভূমিকা রাখতে পারেন।

এডভোকেসি গাইড প্রণয়নে যে সুনির্দিষ্ট কাঠামো অনুসরণ করা হয়েছে:

- প্রথমেই গাইডের বিষয়বস্তুকে সংজ্ঞায়িত করে একীভূত শিক্ষার সংগে এর সংযোগ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়েছে।
- পরবর্তী সময় বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রধান প্রধান চ্যালেঞ্জ শনাক্ত করে সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
- স্থানীয় প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এডভোকেসিতে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ যেন পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে পারেন সেই লক্ষ্যে কিছু সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা ও প্রশ্ন সন্নিবেশ করা হয়েছে।
- নির্ধারিত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সুনির্দিষ্ট এডভোকেসি বার্তা উন্নয়নে এবং এডভোকেসি কৌশল প্রণয়নের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- এডভোকেসি কৌশল বাস্তবায়নে কোনো ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে কিনা তা নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সূচকের বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
- সবশেষে এডভোকেসি বার্তার সারসংক্ষেপ উপস্থাপনের সংগে সংগে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রত্যেক বার্তার জন্য সম্ভাব্য লক্ষ্যদল কারা তারও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
- এছাড়া প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে কিছু কেস স্টাডি সংযোজন করা হয়েছে এবং পাঠকদের নিজেদের প্রেক্ষাপটে অনুসন্ধান চালিয়ে স্থানীয় কেস স্টাডি সংগ্রহ ও এডভোকেসি বার্তার স্বপক্ষে সেগুলো ব্যবহারের জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে।

একীভূত শিক্ষা কী ও কেন প্রয়োজন?

একীভূত শিক্ষা একটি চলমান শিক্ষা সংস্কার প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যমান সব ধরনের বৈষম্য দূর করে সকল শিক্ষার্থীর চাহিদা, সামর্থ্য, স্বাতন্ত্র্য এবং প্রত্যাশা পূরণের প্রচেষ্টার মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা হয়। এটি একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ভাষাগত, শারীরিক ও অন্যান্য প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রেখে সকল শিক্ষার্থীর বৈচিত্র্যময় চাহিদা পূরণ করা যায়। একীভূত শিক্ষা দর্শন বিশ্বাস করে যে, সব শিক্ষার্থীই আলাদা, সব শিক্ষার্থীই শিখতে পারে এবং এই ভিন্নতা কোনো দুর্বলতা নয় বরং এই বৈচিত্র্যই মানব জাতির সবলতা। কাজেই একীভূত শিক্ষা শিক্ষার্থীকে নয় বরং শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে শিক্ষার্থীর চাহিদা অনুযায়ী পরিবর্তন আনতে সচেষ্ট। আনুষ্ঠানিক, উপানুষ্ঠানিক, তত্ত্বীয়, কারিগরি এবং সহ-শিক্ষাক্রমিক কাজসহ বিভিন্ন পর্যায়ে প্রিস্কুল থেকে শুরুকরে উচ্চ শিক্ষা ও জীবনব্যাপী/বয়স্ক শিক্ষাসহ শিক্ষার সকল ক্ষেত্রেই একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীদের প্রবেশগম্যতায়, শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে, শিখনে সক্ষমতা অর্জনে বাঁধা চিহ্নিত করে তা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে কাজ করে যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, সকল শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ে ভর্তি এবং প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করাই একীভূত শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে যথেষ্ট নয় বরং শিক্ষার্থীর মানসম্মত শিক্ষায় সক্রিয় অংশগ্রহণ, শিখনফল অর্জন, নিয়মিত উপস্থিতি, শিক্ষাবর্ষ সম্পন্নকরণ, সাফল্যের সাথে পরবর্তী শ্রেণি/স্তরে উন্নীতকরণ নিশ্চিত করতে পারলেই একীভূত শিক্ষার লক্ষ্য অর্জিত হবে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দেখা যায় যে, শিক্ষার্থীরা যে সকল কারণে শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে না তার মধ্যে প্রতিবন্ধিতা, জেন্ডার বৈষম্য, নৃগোষ্ঠী সংশ্লিষ্ট ভাষাগত সামাজিক বৈষম্য, ভৌগলিক দুর্গমতা এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এ কারণে এই সব লক্ষ্যদলকে একীভূত শিক্ষা প্রক্রিয়ার আওতায় এনে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

এডভোকেসি কী?

এডভোকেসি হচ্ছে কতগুলো সুসংগঠিত কার্যক্রমের সমন্বয় যার মাধ্যমে সরকারি, আন্তর্জাতিক সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা ও ব্যক্তিখাতের সংস্থার নীতি কৌশল ও কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে মানুষের জীবনমান উন্নয়নে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা যায়।

এডভোকেসির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য:

- এডভোকেসি পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট
- এডভোকেসি হচ্ছে যাদেরকে প্রভাবিত করতে চাই তাদেরকে গঠনমূলকভাবে সম্পৃক্ত করা
- এডভোকেসি হচ্ছে প্রমাণ নির্ভর
- এডভোকেসি অংশীদারিত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত

কাদের জন্য এই এডভোকেসি গাইড?

বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার প্রাক-চাকুরি ও চাকুরিকালীন শিক্ষক প্রশিক্ষণে একীভূত শিক্ষার অন্তর্ভুক্তি ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এডভোকেসি করতে আগ্রহী যে-কোনো ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের জন্য এই গাইড সিরিজ ব্যবহার করা যেতে পরে, যেমন:

- **নীতি নির্ধারকগণ-** যারা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সংস্কারে সরকারি পর্যায়ে এডভোকেসি করতে আগ্রহী; শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নতুন নতুন ধারণাকে বাস্তবায়ন করতে আগ্রহী এবং প্রচলিত কাজের সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় নতুন নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য এডভোকেসি করতে চান।

- **শিক্ষক প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ** - যারা শিক্ষক প্রশিক্ষণের নীতি পরিবর্তনে, শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সংস্কার করতে সরকারের সাথে এডভোকেসি করতে আগ্রহী এবং যাঁরা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদেরকে উৎসাহিত করে তাদেরকে এডভোকেসি কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করতে চান।

- **শিক্ষক প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণ** - যাঁরা শিক্ষক প্রশিক্ষণে পরিবর্তন আনার জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান ও প্রশিক্ষকগণকে প্রভাবিত করেন এবং যারা সরকারি নীতি নির্ধারণ পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের একীভূত শিক্ষা বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য এডভোকেসি করতে চান।

- **জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা এবং তার কর্মীবৃন্দ-** যাঁরা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সংস্কারের জন্য সরকারের সাথে সরাসরি এডভোকেসি করতে আগ্রহী।

- **শিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থী-শিক্ষকগণ** - যাঁরা প্রাক-চাকুরি ও চাকুরিকালীন শিক্ষক-প্রশিক্ষণের উন্নয়নের জন্য সহযোগিতা করতে চান এবং যারা একীভূত বিদ্যালয়ের জন্য নিজেদেরকে ভালোভাবে প্রস্তুতকরতে আগ্রহী।

- **শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকগণ-** যাঁরা তাদের শিক্ষা প্রক্রিয়ার উন্নয়নের পথ হিসেবে একীভূত শিক্ষক প্রশিক্ষণকে গুরুত্ব দিতে চান।

নীতিতে এডভোকেসি

নীতিতে একীভূত শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রসার শীর্ষক বইটি ইউনেস্কো প্রকাশিত একীভূত শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য এডভোকেসি গাইড সিরিজেরএকটি অংশ। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় একীভূত শিক্ষক প্রশিক্ষণে নীতি বিষয়ক চ্যালেঞ্জ ও বাঁধা বিশ্লেষণ করে ইউনেস্কোর এ সংক্রান্ত আঞ্চলিক প্রকাশনাটিকে মূলত অভিযোজন ও পুনঃউন্নয়ন করে এই 'নীতিতে একীভূত শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রসার' এডভোকেসি নির্দেশনা বইটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

এই নির্দেশনা বইটিতে শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের শিক্ষক প্রশিক্ষণে একীভূত নীতি অভিযোজন উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের এডভোকেসি করার জন্য বাস্তবসম্মত কৌশল ও নির্দেশনা বর্ণনা করা হয়েছে।

নীতি বলতে কী বোঝায়?

সাধারণভাবে নীতি বা পলিসি হলো, কোনো একটি বিষয়ে (যেমন একীভূত শিক্ষা) ব্যক্তি, দল, প্রতিষ্ঠান বা দেশকে যথাযথভাবে তার জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌছাতে নির্দেশিত করার জন্য সর্বসম্মতভাবে গৃহীত নিয়ম, আইন এবং কৌশলগত নির্দেশনা। বিভিন্ন ইস্যুতে যেমন আন্তর্জাতিক বা জাতীয় নীতি আছে, তেমনি দল, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের জন্যও নীতি থাকতে পারে। তবে সবসময়ই একই বিষয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে থেকে দল বা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ের নীতির মধ্যে সামঞ্জস্যতা ও সমন্বয় থাকতে হয় এবং একটির দ্বারা অন্যটি প্রভাবিত ও নির্দেশিত হয়। নীতির বাস্তবায়ন হচ্ছে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক যেখানে কোনো একটি ইস্যুতে ব্যক্তি পর্যায় থেকে দেশ বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সকলে নীতির নির্দেশনা অনুযায়ী নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছুতে একযোগে কাজ করে।

নীতি কেবলমাত্র কাগজে লিখিত কিছু লাইন বা শব্দমালা নয়। এটি সংশ্লিষ্ট দল, প্রতিষ্ঠান বা দেশের জন্য কোনো একটি বিষয়ে প্রদত্ত দর্শন বা অবস্থান যা ব্যাপক বিশ্লেষণ ও সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তৈরি হয়। সুতরাং এটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি সুনিদিষ্ট ধারণা এবং তার জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছার কৌশল যা আলোচনা, অভিজ্ঞতা, বিশ্লেষণ, বিতর্ক ইত্যাদির মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে পরিণত হয়। নীতি কোনো সুস্থির, অপরিবর্তনীয় বা অপরিমার্জনযোগ্য দলিল নয়। নীতি একটি গতিশীল প্রক্রিয়ার অংশ যাকে সুনিদিষ্ট অভিজ্ঞতা ও প্রমাণের মাধ্যমে পরিবর্তিত, পরিমার্জিত, বা পুনঃউন্নয়ন করা যায়।

এই এডভোকেসি নির্দেশনাটি শুধুমাত্র শিক্ষা বিষয়ক নীতি এবং বিশেষত একীভূত শিক্ষা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় নীতির বিষয়ে আলোকপাত করেছে। এক্ষেত্রে এটা মনে রাখতে হবে যে শিক্ষা বিষয়ক নীতি, একমাত্র নির্দেশনা, কৌশল বা পন্থা নয় যা এককভাবে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পুর্ণাঙ্গ সহায়তা দেবে। নীতি একটি বৃহৎ গতিশীল প্রক্রিয়ার অংশ যেখানে আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে এর বিভিন্ন ধরন ও নির্দেশনা রয়েছে। সুতরাং সত্যিকার অর্থে

একটি একীভূত সমাজ গঠন করতে হলে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট নীতির পাশাপাশি একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সমন্বিত নীতি ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন যা অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে যথাযথ ভূমিকা রেখে একীভূত সমাজ গঠনে এগিয়ে যাবে।

নীতি কেন গুরুত্বপূর্ণ এডভোকেসি ইস্যু?

নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন শুধুমাত্র সরকারের দায়িত্ব বা কাজ নয়। প্রণীত নীতিমালা ব্যক্তি, দল প্রতিষ্ঠান বা যে-কোনো সংশ্লিষ্ট অংশীজনের কার্যক্রমকে যেহেতু প্রভাবিত করে সেহেতু তাদেরও এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের কার্যক্রমকে সরাসরি নির্দেশিত বা প্রভাবিত করতেও নীতি প্রণীত হতে পারে। তাই নীতি শুধু জাতীয় পর্যায়ে নয়, আঞ্চলিক, স্থানীয় কিংবা প্রতিষ্ঠান পর্যায়েও প্রণীত হতে পারে। সুতরাং নীতিমালা সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের কার্যক্রমকে সরাসরি নির্দেশিত, নিয়ন্ত্রিত, সুরক্ষিত বা সহায়তা করে। তাই একীভূত শিক্ষাকে যদি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করে একীভূত সমাজ গঠন করতে হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট সকলের কার্যকর ভূমিকার জন্য সম্পূর্ণ, সহজবোধ্য বাস্তবসম্মত ও অর্থপূর্ণ নীতি থাকা বাঞ্ছনীয় যা সকলের কার্যক্রমকে সমন্বিতভাবে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে সহায়তা করবে।

এখানে বিভিন্ন ব্যক্তি বা সংস্থা বা দলের দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। একীভূত শিক্ষার মাধ্যমে একীভূত সমাজ গঠনের যাত্রায় প্রত্যেককে তার নিদিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং নিজ নিজ দায়িত্ব গ্রহণ করে যথাযথভাবে পালন করতে হবে। নীতি এ বিষয়ে পরিষ্কার দিক নির্দেশনা দেয় এবং দায়িত্ব পালনে সহায়ক পথ তৈরি করে। তাই যে-কোনো বিষয় বাস্তবায়ন ও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে নীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ এডভোকেসি ইস্যু।

নীতি প্রণয়নের জন্য কেন এডভোকেসি গুরুত্বপূর্ণ?

তত্ত্বীয়ভাবে একীভূত শিক্ষা একটি সহজ ধারণা হলেও এর বাস্তবায়ন বিভিন্ন কারণে ততটা সহজ নয়। তার মূল কারণ হচ্ছে, একটি ধারণার বাস্তবায়ন নির্ভর করে প্রেক্ষাপট এবং ধারণার বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর। সুতরাং একীভূত শিক্ষাসহ যে-কোনো বিষয়ে নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নীতি প্রণেতা এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মাঝে অর্থপূর্ণ সংযোগ ও সহায়তা জরুরি। আর এ বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্যই প্রয়োজন বাস্তবসম্মত, সহজবোধ্য এবং সমন্বিত নীতি যা সম্মিলিতভাবে বাস্তবায়ন করে একীভূত শিক্ষার ফলাফলকে সকল শিক্ষার্থীর মাঝে পৌঁছে দেওয়া যাবে।

নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সকল পর্যায়ে নীতি প্রণেতা ও নির্ধারকদের নীতি সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের সার্বিক সহায়তা ও নির্দেশনা প্রয়োজন। এডভোকেসি হচ্ছে, একটি প্রধান পন্থা বা উপায় যার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অংশীজন সহায়তা ও নির্দেশনা প্রদান করতে পারেন। এই প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে

অংশীজনগণ নীতির পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন এবং নীতি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা করে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারেন।

নীতি বিশ্লেষণ: কেন এবং কীভাবে?

কার্যকর নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে একটি অন্যতম ধাপ হচ্ছে বিদ্যমান নীতিসমূহ বিশ্লেষণ করে মূল ধারণার বিপরীতে যে দুর্বলতা আছে তা শনাক্ত করা। একটি কাঠামো অনুসরণ করে সুনিদিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে এ বিশ্লেষণ করলে দুর্বলতা যথাযথভাবে শনাক্ত করা সম্ভব এবং সে অনুযায়ী করণীয়ও নির্ধারণ করা সম্ভব। তাছাড়া নতুন নীতি প্রণয়নেও এ কাঠামো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে; কেননা কাঠামো অনুসরণ করে নীতি প্রণয়ন করলে দুর্বলতা থাকার সম্ভাবনা কম।

তবে মনে রাখতে হবে, নীতি বিশ্লেষণ শুধু নীতি নির্ধারক বা গবেষকদের কাজ নয়। নীতি সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের (যেমন: এক্ষেত্রে শিক্ষা কর্মকর্তা, শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক প্রমুখ) এ বিশ্লেষণে অংশগ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেন যার যার অবস্থান থেকে তারা নীতি বাস্তবায়নের বাঁধা বা প্রয়োজনীয় সহায়তা চিহ্নিত করতে পারে।

নিম্নে একীভূত শিক্ষাসংক্রান্ত নীতিমালা বিশ্লেষণের জন্য একটি প্রস্তাবিত কাঠামো প্রদান করা হলো। তবে মনে রাখতে হবে, এটা চূড়ান্ত কোনো কাঠামো নয়। অবস্থার প্রেক্ষাপটে অথবা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এর পরিবর্তন বা পরিমার্জন করা যেতে পারে।

নীতি বিশ্লেষণে নীতির বিভিন্ন দিক বিবেচনা করা জরুরী যা নিম্নের কাঠামোতে অর্ন্তভুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এখানে আরও কিছু দিক যোগ কিংবা বাদ দেওয়া যেতে পারে।

তবে মনে রাখতে হবে যে, কার্যকরী এডভোকেসির জন্য নীতির ধারণাগত, অর্থপূর্ণ ও বাস্তবসম্মত বিশ্লেষণ করা জরুরি। একীভূত শিক্ষার কাংক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে নীতি কীভাবে সহায়তা করছে বা কী কী বাঁধা তৈরি করছে তা ভালোভাবে জানতে এবং বুঝতে পারলেই কার্যকরী এডভোকেসির জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যাবে।

নীতি বিশ্লেষণ কাঠামো

নীতির দিক	বিশ্লেষণের জন্য নির্দেশনামূলক প্রশ্ন
ক) একীভূত শিক্ষার সংজ্ঞা বা পরিপূর্ণ ধারণা	• নীতিতে কি একীভূত শিক্ষা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা ও ব্যাখ্যা দেওয়া আছে? • নীতিতে কি বিশেষ শিক্ষা এবং একীভূত শিক্ষার পার্থক্য বা বিদ্যমান অস্পষ্টতা দূর করা হয়েছে?

নীতির দিক	বিশ্লেষণের জন্য নির্দেশনামূলক প্রশ্ন
খ) মানসম্মত শিক্ষা	• নীতিতে কি শিক্ষায় সকলের প্রবেশ ও অংশগ্রহণ এবং সকলের জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষা অর্জন এই দুটি বিষয়ের সম্পর্ক এবং এ সংক্রান্ত ধারণা সহজবোধ্য ভাবে বর্ণিত হয়েছে? • নীতি কি শিক্ষার প্রবেশ ও অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধি এবং ঝরেপড়া কমানোর সঙ্গে সঙ্গে সকলের জন্য শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধিকে একই সংগে সমান গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে? • নীতি কি মানসম্মত শিক্ষাকে বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে, না শুধু শ্রেণিকক্ষেই সীমাবদ্ধ রাখে?
গ) সার্বিক ও সমন্বিত উপায় বা পরিকল্পনা বা ধারণা	• নীতি কি একীভূত শিক্ষাকে সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তনের পথ হিসেবে দেখে যার মাধ্যমে সকল শিশুকে মানসম্মত শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব? • নীতি কি এমন একটি আকাঙ্ক্ষা বা লক্ষ্য স্থির করে যার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক, উপানুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক ব্যবস্থা যৌথভাবে একই উদ্দেশ্য অর্জনে সমন্বিতভাবে কাজ করে?
ঘ) সম্পদ বরাদ্দ	• নীতি কি শিক্ষার সকলক্ষেত্রে সম্পদের সমন্বিত বরাদ্দ নিশ্চিত করে যেখানে প্রতিক্ষেত্রেই একীভূতকরণ নিশ্চিত করা সম্ভব? নাকি একীভূত শিক্ষা বা শিক্ষার বাইরে থাকা শিশুদের জন্য আলাদা বরাদ্দের ব্যবস্থা করে?
ঙ) বিদ্যমান সম্পদ ও ক্ষমতা	• নীতি কি স্থানীয়ভাবে বিদ্যমান ধারণা, সম্পদ ও অনুশীলনকে শনাক্তকরে, উৎসাহ ও সহায়তা দেয়? নাকি মনে করে শূন্য থেকে শুরু করতে হবে এবং বিভিন্ন দেশের ধারণা ও অনুশীলনকে আনতে হবে। • নীতি কি বিদ্যমান জাতীয়, আঞ্চলিক এবং স্থানীয় সম্পদ উন্নয়নের বিষয়ে সহায়তা দেয়?
চ) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	• নীতি কি সার্বিক ও সমন্বিত গবেষণাকে সহায়তা করে যা শিশু এবং কিশোর-কিশোরীদের শিক্ষায় প্রবেশ, অংশগ্রহণ ও ক্রমশ অর্জনকে পরিমাপ ও মূল্যায়ন করে? • নীতিতে কি এমন একটি কাঠামো আছে যা শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক একীভূতকরণ নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করে?
ছ) অংশগ্রহণমূলক তথ্য সংগ্রহ	• নীতি কি শিক্ষা গবেষণায় শিশু এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সক্রিয় অংশগ্রহণের পক্ষে দৃঢ়ভাবে অবস্থান গ্রহণ করে?
জ) শিক্ষক প্রশিক্ষণ	• নীতি কি একীভূত শিক্ষার তত্ত্ব-তথ্য ও দর্শনের আলোকে শিক্ষকদের প্রাক-চাকুরিকালীন বা চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ গঠন/পুনঃগঠনে চাপ সৃষ্টি করে? • নীতি কি একীভূত শিক্ষাকে সকল শিক্ষকের জন্য আদর্শগতভাবে কাজ করার উপায় হিসেবে উপস্থাপন করে?

নীতির দিক	বিশ্লেষণের জন্য নির্দেশনামূলক প্রশ্ন
	• অতীতের ধারণা থেকে দেখা যায় যে, যেসব শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে একীভূত শিক্ষাকে সামান্যই অনুসরণ করে সেখানে এরূপ সংবেদনশীল ইস্যুগুলোকে যথাযথভাবে আমলে নেয়ার মতো নীতি কি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?
ঝ) অভিযোজন বা পরিবর্তনযোগ্য শিক্ষাক্রম উন্নয়ন	• নীতি কি সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মতামতের ভিত্তিতে শিক্ষাক্রম পুনর্গঠনকে উৎসাহিত করে? • নীতি কি স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষাক্রমের প্রয়োজনীয় ও যথাযথ পরিমার্জন পরিবর্ধনকে সহায়তা করে?
ঞ) অধিকার হিসেবে একীভূত শিক্ষা	• নীতি কি একীভূত শিক্ষাকে অধিকার হিসেবে দেখে এবং মানবাধিকারকে একীভূত নীতির জন্য যুক্তি হিসেবে উপস্থাপন করে?

নীতিতে চ্যালেঞ্জ ও বাঁধা এবং তা নিরসনে এডভোকেসির উপায় ও কৌশল

একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নে একীভূত শিক্ষক প্রশিক্ষণকে বিবেচনায় রেখে নীতিগত যেসব চ্যালেঞ্জ এবং বাঁধা আছে তা শনাক্ত করা এবং যথাযথ এডভোকেসি কৌশল গ্রহণ করে সেগুলো সমাধানের প্রক্রিয়া নিয়ে এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, নীতি কোনো নিরপেক্ষ বা একক বিষয় নয়। নীতি নির্ধারক বা প্রণেতাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সবসময়ই নীতিকে প্রভাবিত করে। এমনকি যারা নীতি বিশ্লেষণ করেন তারাও তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হন। সুতরাং বিশ্লেষণ এবং বাঁধা নিরসনে কৌশল প্রণয়নে একথা মনে রাখতে হবে যে, বহু দৃষ্টিভঙ্গি ও অবস্থানের প্রেক্ষিতে বা প্রভাবে নীতি বা তার বিশ্লেষণও প্রভাবিত হয়।

নিম্নে একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নে একীভূত শিক্ষক প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ও যথাযথ নীতির জন্য এডভোকেসি নির্দেশনা প্রণয়নে এ সংক্রান্ত প্রধান প্রধান চ্যালেঞ্জ, পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, এডভোকেসি বার্তা ও কৌশল বিবৃত করা হলো। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এ অংশটি অভিযোজন করা হয়েছে।

চ্যালেঞ্জ-১: একীভূত শিক্ষা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা ও সচেতনতার অভাব

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

ক) শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের বিদ্যমান নীতি সম্পর্কে অসচেতনতা এবং যথেষ্ট ধারণা না থাকা:

একীভূত শিক্ষার জন্য জাতীয় বা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থায় অনেক সময় যথাযথ নীতির অভাব বা স্বল্পতা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু নীতির স্বল্পতা বা অভাবই এক্ষেত্রে আসলে মূল চ্যালেঞ্জ নয়। কারণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে এসংক্রান্ত ব্যাপক নীতিমালা রয়েছে। তবে মূল চ্যালেঞ্জ হচ্ছে

বিদ্যমান যে-সকল নীতি বা কৌশল আছে তা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ও সচেতনতা না থাকা। বাংলাদেশে একীভূত শিক্ষার প্রসারে অনেক নীতি নির্দেশনা ও কৌশল প্রণীত হয়েছে যার অনেকগুলোই ধারণাগত দিক থেকে আধুনিক। প্রতিনিয়ত অগ্রসরমান এই প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশে মূল চ্যালেঞ্জ হচ্ছে একই ধরণের বোধগম্যতা না থাকা, ধারাবাহিকতা ও সমন্বয়ের অভাব এবং বিভিন্ন নীতির মধ্যে ধারণাগত সংঘর্ষ। তাছাড়া নীতি সকলের জন্য উন্মুক্ত হলেও নীতি বাস্তবায়নে দুর্বলতা এবং জবাবদিহিতার সংকট, সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নীতির প্রতি অনাগ্রহ করে তুলেছে। তবে মনে রাখতে হবে একীভূত শিক্ষায় সংশ্লিষ্ট প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সকল নীতি ও কৌশল সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ছাড়া এ বিষয়ে যথাযথ এডভোকেসি করা সম্ভব নয়।

খ) একীভূত শিক্ষার জন্য সার্বিক এবং সমন্বিত নীতি কাঠামোর অভাব

বাংলাদেশে যদিও একীভূত শিক্ষার জন্য বিভিন্ন দিক বিবেচনায় বিভিন্ন ধরণের নীতি, নির্দেশনা ও কৌশল আছে তবে তা বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত, একটি অন্যটির সংগে সংযোগহীন এবং একীভূত শিক্ষার একটি বৃহত্তর ধারণাগত কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে নয়। সার্বিকভাবে একটি বৃহত্তর ধারণাগত কাঠামো এবং তার ওপর ভিত্তি করে নীতি কাঠামো না থাকার ফলে বিদ্যমান নীতি বাস্তবায়ন বাঁধাগ্রস্ত হয় এবং সুসংহত ধারণা প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় অনেক সময় অনেক উদ্যোগ বিপরীতমুখি হয় যা মূলত মূল ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

গ) নীতি যাদেরকে প্রভাবিত করে তাদের কাছে নীতির বক্তব্য বোধগম্য নয়

বাংলাদেশে নীতি প্রণয়ন, বিশ্লেষণ এবং তার সমস্যা সনাক্তকরণে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট সকল অংশীজন বিশেষ করে শিক্ষক-প্রশিক্ষক, শিক্ষক, অভিভাবক, ছাত্র-ছাত্রীর সক্রিয় এবং অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ খুবই সীমিত। ফলে নীতি এবং তার সমস্যা সম্পর্কে অংশীজনদের ধারণা খুবই অপ্রতুল। এ দুর্বলতা নীতি বাস্তবায়নকে আরও দুর্বল করে দেয়। বিষয়টি নীতি বিষয়ক এডভোকেসির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ঘ) বিভিন্ন আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও স্থানীয় নীতি কৌশলে একীভূত শিক্ষার ধারণাগত পার্থক্য বা অমিল

একীভূত শিক্ষার আদর্শ এবং পূর্ণাঙ্গ ধারণা দেশের নীতিমালায় যথাযথ প্রতিফলন না হওয়ার অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে আন্তর্জাতিক বা আঞ্চলিক বিভিন্ন নীতি কৌশলে এর ধারণাগত বিচ্যুতি বা অমিল এবং অনেক ক্ষেত্রে বিপরীমুখি অবস্থান। দেশিয় প্রেক্ষাপট বিবেচনায় একীভূত শিক্ষা বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণাগত কাঠামো না থাকা এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন নীতি বা কৌশল দিয়ে প্রভাবিত হওয়ার কারণে একীভূত শিক্ষার যে আদর্শগত অবস্থান তার সঙ্গেও বিদ্যমান নীতির সামঞ্জস্যতা পাওয়া যায় না। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-২ এ একীভূত শিক্ষার একটি ধারণা কাঠামো তৈরির চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীতে তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায়নি। ধারণাগত এই অস্পষ্টতা নীতি বাস্তবায়নের প্রধান অন্তরায় তাই নীতির জন্য এডভোকেসিতে একীভূত শিক্ষার দেশীয় বৃহত্তর ধারণাগত কাঠামো নির্ধারণ করার দাবি গুরুত্বপূর্ণ ও যৌক্তিক।

ঙ) একীভূত শিক্ষার জাতীয় আইন ও নীতি এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত নীতি ও অনুশীলনের মধ্যে বৈষম্য

বাংলাদেশের শিক্ষক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সাধারণ ও সুস্পষ্ট নীতিমালার অপ্রতুলতা রয়েছে। বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষায় প্রাক-চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ বা কোর্স না থাকায় চাকুরিতে যোগদানের পরই প্রথম প্রশিক্ষণ শুরু হয়। ফলে এ সংক্রান্ত নীতি, আইন ইত্যাদির স্বল্পতা রয়েছে। তার ওপর বিভিন্ন সময়ে একীভূত শিক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় নীতি, কৌশল ও আইন প্রণয়ন হলেও শিক্ষক প্রশিক্ষণ নির্দেশনা ও নীতিমালায় তার প্রতিফলন নেই বললেই চলে। ফলে একীভূত শিক্ষার সর্বশেষ এবং পূর্ণাঙ্গ ধারণা শিক্ষক প্রশিক্ষণে থাকে না যা পরবর্তীতে একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নের বাঁধা সৃষ্টি করে। বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ এডভোকেসি ইস্যু।

পরিস্থিতি বিশ্লেষণে যে প্রশ্নাবলি করা যেতে পারে;

- একীভূত শিক্ষাকে সমর্থন করে বিদ্যমান এরূপ নীতি সম্পর্কে কি আপনি সচেতন? আপনি কীভাবে তা পেতে পারেন এবং বিশ্লেষণ করতে পারেন?
- একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নে যেসব আইন শনাক্ত এবং প্রয়োগ করা প্রয়োজন আপনি কি সেগুলো সম্পর্কে সচেতন? এগুলো কি বাংলাদেশে আছে? যদি না থাকে আপনি কীভাবে তা প্রণয়নে উদ্যোগ গ্রহণ এবং এ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হতে পারেন?
- আপনি কীভাবে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের একীভূত শিক্ষা সংক্রান্ত বিদ্যমান নীতি ও আইন পরিষ্কারভাবে বুঝতে এবং তা বাস্তবায়ন করতে এবং স্থানীয় পর্যায়ে প্রয়োজনে পরিমার্জন পরিবর্ধনে সহায়তা করতে পারেন?
- বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিদ্যমান নীতিসমূহকে আন্তর্জাতিক মানের সমতুল্য করতে আপনি কীভাবে সহায়তা করতে পারেন? কাকে কাকে এ কাজে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন? অর্থপূর্ণভাবে তাদের কীভাবে সম্পৃক্ত করা যায়?

নীতিতে একীভূত শিক্ষা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা ও সচেতনতা তৈরিতে এডভোকেসি বার্তা

এডভোকেসি বার্তা-১

একীভূত শিক্ষা সম্পর্কিত বিদ্যমান নীতি সম্পর্কে সচেতনতা এবং আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে নীতিমালার মধ্যে সুসামঞ্জস্যতা রক্ষা করা প্রয়োজন।

এডভোকেসি বার্তা-২

দেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বৃহত্তর পরিসরে একীভূত শিক্ষার সহজবোধ্য এবং বাস্তবায়নযোগ্য একটি ধারণাগত কাঠামো থাকা জরুরি।

এডভোকেসি বার্তা-৩

মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং শিক্ষক-প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের বিদ্যমান নীতি বিশ্লেষণ করে নীতিতে সামঞ্জস্যতা আনয়ন এবং প্রয়োজনে নতুন নীতি প্রণয়নে উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন যেন তারা ধারণাগত কাঠামোর আওতায় থেকে একীভূত শিক্ষা এবং একীভূত শিক্ষক-প্রশিক্ষণ পরিচালনা করতে পারে।

এডভোকেসি কৌশল প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয়

উপরোক্ত তিনটি এডভোকেসি বার্তাকে একত্রে দলবদ্ধ করার মূল কারণ হচ্ছে নীতি সম্পর্কে সচেতনতা, নীতি বিশ্লেষণ, নীতি পরিমার্জন বা পরিবর্ধন এবং নতুন নীতি প্রণয়ন একই সূত্রে গাঁথা এবং সর্বোচ্চ সামঞ্জস্যতা বজায় রেখে তা করা উচিত। ফলে এ প্রক্রিয়ায় নীতি সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের সক্রিয় অংশগ্রহণ জরুরি। এক্ষেত্রে মূল দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের হলেও তা তাদের একক দায়িত্ব নয়। সকলের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় এ দায়িত্ব পালন করতে পারে। সরকার এবং সরকারের বাইরে সংশ্লিষ্টরাসহ সরাসরি সকল পর্যায়ের অংশীজনদের এ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ নীতির একটা পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে পারে যা শিক্ষক-প্রশিক্ষণ নীতি, কার্যক্রম এবং পরিকল্পনাকে যথাযথ ও বেগবান করবে।

এ প্রক্রিয়ায় বিশেষ করে সকল পর্যায়ে শিক্ষক-প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক হওয়া প্রয়োজন। একীভূত শিক্ষার দর্শন বা ধারণা শিক্ষকের মধ্য দিয়েই শিক্ষার্থীদের জন্য বাস্তবায়িত হবে সুতরাং বাস্তবতার নিরিখে তাদের অবস্থা বিশ্লেষণ এবং সার্বিক সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণের সুযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। নিজের প্রেক্ষাপট ও অবস্থা বিবেচনায় শিক্ষক-প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের তাই একীভূত শিক্ষা সম্পর্কে একটি বাস্তবসম্মত নীতি থাকা প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠান এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং প্রশিক্ষকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারে এবং জাতীয়ভাবে প্রণীত রূপরেখার আলোকে এ নীতি প্রণয়ণ করতে পারে।

নীতি বিশ্লেষণ, পরিবর্ধন ও প্রণয়ন প্রক্রিয়া অংশগ্রহণমূলক করতে নিম্নবর্ণিত প্রক্রিয়া উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করা হলো।

- ❖ জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ে ফোরাম, কনফারেন্স ওয়ার্কশপ আয়োজন করে বৃহত্তর পরিসরে অংশীজনদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে তা করা।
- ❖ শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত কোর্স হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে নীতিসমূহ সার্বক্ষণিক বিশ্লেষণ করা এবং যথাযথ মতামত ও পরামর্শ সংশ্লিষ্টদের প্রদান করা।

যেহেতু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রেক্ষাপটসহ সার্বিক পরিস্থিতি পরিবর্তন হয় সেহেতু উপরোক্ত দ্বিতীয় প্রক্রিয়ার মত নীতি বিশ্লেষণ পরিমার্জন, পরিবর্ধন একটি চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে থাকা উচিত। কারণ এতে নীতি বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত হয় তেমনি নীতি সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতা তৈরি হয়।

নীতি নিয়ে এ প্রক্রিয়াটি চলমান রাখতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অবশ্য পালনীয় নির্দেশনা হচ্ছে সব নীতি ও কৌশল সকলের জন্য উম্মুক্ত করা এবং সকলের বোধগম্য করা। নীতি ও কৌশল সকলের জন্য উন্মুক্ত রাখা বলতে এখানে দুটো বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

১. সব নীতি যেন সকলের নাগালের মধ্যে থাকে, বিভিন্ন ভাষায় এবং ব্রেইলে থাকে।
২. সব নীতিতে একীভূত শিক্ষা ধারণার যেন পরিষ্কার ব্যাখ্যা, সংজ্ঞা ও বর্ণনা থাকে।

শুধুমাত্র তবেই নীতি বিশ্লেষণ ও প্রণয়নে সকলের অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যাবে।

একীভূত শিক্ষা বিষয়ে গবেষণার সুযোগ থাকা এবং একটি স্থায়ী ও সক্রিয় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা থাকাও অপরিহার্য। তবেই নীতির সমস্যাসমূহ শনাক্তকরণসহ এর সমাধানে উদ্যোগ নেয়া সম্ভব। পুরো প্রক্রিয়াটিও এক্ষেত্রে হতে হবে অংশগ্রহণমূলক। বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে গবেষণা বা মনিটরিং এরতথ্য ঘটা করে সংগ্রহ করা হলেও তা অবস্থার উন্নয়নে পরবর্তীতে কাজে লাগানো হয় না। একীভূত শিক্ষার গবেষণা ফলাফল বিশ্লেষণ করে কর্ম গবেষণা (Action Research) এবং নিয়মিত পরিবীক্ষণ একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। কারণ প্রতিনিয়ত এসবের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তী ধাপের পরিকল্পনা ও কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে এবং পর্যাক্রমে একীভূত শিক্ষা মূলধারায় আত্তীকরণ হবে।

গবেষণার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার হচ্ছে এডভোকেসি কার্যক্রমের অগ্রগতি বা প্রভাব যাচাই করে দেখা। এডভোকেসি উদ্যোগের ফলে স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদি যে পরিবর্তন আশা করা হয়েছে তা যথাযথভাবে অগ্রগতির দিকে যাচ্ছে কিনা পরবর্তী কার্যক্রম হাতে নেওয়ার পূর্বে তার বিশ্লেষণ করা জরুরি।

এডভোকেসি বার্তা-৪

নীতি বিশ্লেষণ পরিমার্জন, পরিবর্ধন ও প্রণয়নে একীভূত শিক্ষা, বিশেষ করে শিক্ষক প্রশিক্ষণে একীভূত শিক্ষার বিষয়টি যথাযথভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

এডভোকেসি কৌশল প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয়

শিক্ষক প্রশিক্ষণে একীভূত শিক্ষার সহজ ও সমন্বিত নীতি এ সংক্রান্ত জাতীয় নীতির পরিপূরক হওয়া বাঞ্ছনীয়। আবার প্রতিষ্ঠান বা ইস্যুভিত্তিক প্রেক্ষাপটকেও সমানভাবে বিবেচনায় নিয়ে কাজ করতে হবে। ইস্যুগুলো নিম্নরূপ হতে পারে:

- প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক এবং শিক্ষক-প্রশিক্ষক নিয়োগে অসমতা বা বৈষম্য, যেখানে সকল শ্রেণির বা অবস্থার ব্যক্তিবর্গ সমান সুযোগ পান না।
- শিক্ষক-প্রশিক্ষণে একীভূত শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার যথাযথ ব্যবহার এবং ধারাবাহিক ও বিশ্বস্ত মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চালু করা।
- শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, স্কুল, প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক এবং শিক্ষক-প্রশিক্ষকদের মধ্যে সহযোগিতামূলক এবং অর্থপূর্ণ বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠা ও বজায় থাকা।
- শিক্ষকগণের মাঝে একটি পেশাদারী মনোভাব ও সংস্কৃতির উন্নয়ন যেন তারা আত্মবিশ্বাসী হয়ে দক্ষতার সাথে বৈচিত্র্যময় শিক্ষার্থীদের একীভূত শিখন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে নিয়ে যেতে পারে।

পর্যালোচনার মাধ্যমে জাতীয় নীতির পুনর্গঠন: উদাহারণ লাও পিডিআর

২০০৮ সালে জেনেভায় অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর একীভূত শিক্ষা বিষয়ক সম্মেলন লাও পিডিআর-এর শিক্ষানীতি পর্যালোচনা ও পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার সূচনা করে। এর মাধ্যমে একটি সামগ্রিক একীভূত শিক্ষানীতি প্রণয়নের পাশাপাশি তা বাস্তবায়নের জন্য একটি আইনও প্রণীত হয়।

মূল নীতির আলোকে বিভিন্ন সহযোগী নীতিও প্রণয়ন করা হয় যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে শিক্ষক প্রশিক্ষণ নীতির সংস্কার। এর মাধ্যমে সকল শিশুর জন্য একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নের সরকারি অগ্রাধিকারকে বিবেচনায় রেখে দক্ষ শিক্ষক তৈরিতে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। উদ্যোগসমূহের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ হচ্ছে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়াকে সহজ ও আদর্শগতভাবে মানসম্পন্ন করা। পূর্বে বিভিন্ন পথে এবং পদ্ধতিতে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু ছিল ফলে সকল শিক্ষককে একইভাবে একটি আদর্শ প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে যেতে হতো না। ফলাফল হিসেবে শিক্ষা ব্যবস্থায় অনেক নিম্নমানের শিক্ষক ঢুকে পরার সুযোগ ছিল যা দীর্ঘমেয়াদে শিক্ষার মানকে বাঁধাগ্রস্ত করত। নীতির সংস্কারের ফলে শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণে একটি আদর্শ ও মানসম্মত পদ্ধতি স্থাপিত হয় যার মাধ্যমে শিক্ষকগণ যথাযথভাবে নির্বাচিত হয়ে এবং প্রশিক্ষণ নিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রবেশ করে। এই পদ্ধতি স্থাপনের সংগে সংগে শিক্ষক নিয়োগও বিকেন্দ্রীকরণ করা হয় যা স্থানীয় চাহিদা ও বৈচিত্র্যকে ধারণ করার জন্য আরো উপযোগী হয়।

লাও পিডিআর-এর এই সংস্কারের মূলে রয়েছে নীতির মানসম্মত পর্যালোচনা। সম্প্রতি নতুন গৃহীত নীতিও কর্মশালার মাধ্যমে পর্যালোচনা করা হয়েছে বিভিন্ন অংশীজনদের সম্পৃক্ত করে। এই গাইডে সংযোজিত নীতি পর্যালোচনা ছক ব্যবহার করে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা নীতি পর্যালোচনা করেন এবং তাদের সুপারিশমালা তৈরি করেন। এই পর্যালোচনা শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসহ সকলকে নীতি ভালভাবে বুঝতে এবং তা বাস্তবায়ন করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগের বিষয়েও সকলকে সচেতন করেছে।

চ্যালেঞ্জ-২: সমন্বয় ও সহযোগিতা

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

ক) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগের মধ্যে এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতার অভাব

একীভূত শিক্ষা একক কোনো কাজ বা পদ্ধতি নয়। সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থা একীভূত করতে শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে সুসমন্বয় ও সহযোগিতার মাধ্যমে একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়ন করা সম্ভব। একীভূত শিক্ষার ধারণার ক্ষেত্রে তা যেমন প্রযোজ্য, তেমনি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একটি সমন্বিত অংশীদারিত্বমূলক পরস্পর সহযোগী ও পূর্ণাঙ্গ পন্থা ব্যবহার না করলে তা কখনই শিক্ষক-প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কার্যকরী ও অর্থপূর্ণ সহায়তা করতে পারে না। বাংলাদেশে শত বাঁধা উপেক্ষা করে এক্ষেত্রে অর্জনের দৃষ্টান্ত যেমন আছে তেমনি আছে একীভূত শিক্ষার ধারণাগত অস্পষ্টতা ও অসামঞ্জস্যতা। সমন্বয়হীনতা ও সহযোগী মনোভাবের অভাব এসব বাঁধাকে আরও প্রকট করেছে। মূলত বৃহত্তর একীভূত শিক্ষার ধারণাগত কাঠামোর অভাব, প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতার স্বল্পতা এক্ষেত্রে উল্লেখ্যযোগ্য বাঁধার সৃষ্টি করেছে।

বিপরীতে একীভূত শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ, সর্বোপরি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে স্বতন্ত্র সেল প্রতিষ্ঠা আশাব্যঞ্জক হলেও সমানভাবে ঝুঁকিও বিদ্যমান। একীভূত শিক্ষার বাস্তবায়ন কোনো একক বিভাগ বা সেলের কাজ নয়। এটা শিক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্রে মূলধারার উদ্যোগ বা কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার বিষয়। শুধুমাত্র একটি বিভাগ বা সেল স্থাপন করলে বিশেষ গুরুত্ব বা বরাদ্দ হয়তো পাওয়া যাবে কিন্তু আবারও তা মূলধারার বাইরে স্বতন্ত্র উদ্যোগ হিসেবেই পরিগণিত হবে।

সর্বোপরি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা এবং সমন্বয় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যেমন সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ইত্যাদি। বর্তমানে একীভূত শিক্ষার ক্ষেত্রে এসব মন্ত্রণালয়ের সংগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়হীনতা এবং সহযোগিতার অভাব দৃশ্যমান ও প্রকট। যদিও সম্প্রতি এ বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক উদ্যোগ লক্ষ্য করা গেছে। তবে বৃহত্তর পরিসরে একীভূত শিক্ষা ও একীভূত সমাজ বিনির্মাণের ধারণাগত কাঠামো আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়ও সহযোগিতা ছাড়া উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন অসম্ভব। সুতরাং সুস্পষ্ট ধারণাগত কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে কার্যকরী অর্থপূর্ণ সমন্বয় ও সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি করা এবং পরীবিক্ষণ ব্যবস্থা থাকা একীভূত শিক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

খ) বেসরকারি সংস্থা, মন্ত্রণালয় ও সরকারি সংস্থা এবং শিক্ষক-প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয়হীনতা ও সহযোগিতার অভাব।

আদর্শগতভাবে একীভূত শিক্ষার একটি সার্বিক ও সমন্বিত ধারণা কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে সকল মন্ত্রণালয় বিভাগ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি সংস্থা সমন্বিতভাবে কাজ করার কথা। কিন্তু অন্যান্য বহু দেশের মত বাংলাদেশেও সংস্থাসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় বা সহযোগিতা তো নেই বরং প্রতিযোগিতামূলক ধারণা এবং বিষয়ের বিস্তার রয়েছে যা বেশিরভাগ সময়েই সহযোগিতামূলক নয় বরং মূল ধারণার পরিপন্থী। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি ৩-এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও মূলনীতিতে সকল অংশীজনের সহযোগিতা ও সমন্বয়ের নির্দেশনা থাকলেও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেই শুধু এর সংগঠিত বাস্তবায়ন লক্ষ্য করা যায়। কিছু বিচ্ছিন্ন কিন্তু লক্ষণীয় উদ্যোগ থাকলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দুর্বল সমন্বয় ও সহযোগিতা ব্যবস্থা একীভূত শিক্ষার বাস্তবায়নকে বিভিন্নভাবে বাঁধাগ্রস্ত করে। স্বতন্ত্র ও পারস্পরিক সংযোগহীন উদ্যোগ, সম্পদের অপচয়, ভুল এবং পরস্পর বিরোধী ব্যাখ্যা, সময়ের অপচয়, কার্যক্রম বাস্তবায়নে অক্ষমতা, কর্মসূচি বন্ধ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি বিষয় সর্বোপরি একীভূত শিক্ষার ধারণাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে ফেলে।

পরিস্থিতি বিশ্লেষণে যেসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজা যেতে পারে;

- একীভূত শিক্ষার নীতি এবং তা বাস্তবায়নে অংশীদারিত্বমূলক এবং সমন্বিত উপায় গ্রহণ করতে কীভাবে সরকারের মন্ত্রণালয়গুলোকে সহযোগিতা করা যায়?
- একীভূত শিক্ষা সংশ্লিষ্ট নীতি এবং তার বাস্তবায়নে একটি সমন্বিত ও সহযোগিতামূলক ব্যবস্থা স্থাপনে আপনার সংস্থা কীভাবে সহায়তা করতে পারে? কোথায় এবং কার কাছ থেকে আপনার সংস্থা সহযোগিতা পেতে পারে যদি এরূপ একটি প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করতে চায়।

এডভোকেসি বার্তা-৫

একীভূত শিক্ষার যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের যথাযথ দায়িত্ব বণ্টনসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়কে সম্পৃক্ত করার সুনির্দিষ্ট কৌশল ও প্রক্রিয়া থাকা প্রয়োজন।

এডভোকেসি কৌশল প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয়

একীভূত শিক্ষা একটি দর্শন ও সামষ্টিক প্রক্রিয়া। শিক্ষা বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগ, শাখা, মন্ত্রণালয় ও সরকারি প্রতিষ্ঠান একই ধরনের বোধগম্যতা নিয়ে সম্মিলিত কার্যক্রম হাতে না নিলে একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়ন অসম্ভব। একীভূত শিক্ষার বৃহত্তর ধারণাগত কাঠামো ঐক্যমতের ভিত্তিতে উন্নয়ন করে একটি অংশীদারিত্ব ও জবাবদিহিতামূলক বাস্তবায়ন ব্যবস্থাই পারে একীভূত শিক্ষার লক্ষ্য অর্জন করতে। তাই সমন্বিত কাজের শুভসূচনার উত্তম পন্থা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগ, শাখা, সরকারি প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সম্পৃক্ত করে বিদ্যমান নীতি বিশ্লেষণ করা। এটা যেমন পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে তেমনি দ্রুত একটি সাধারণ বোধগম্যতাও তৈরি হবে।

শিক্ষা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগ ছাড়া অন্যান্য মন্ত্রণালয়েরও একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। সঙ্গে সঙ্গে একটি যথাযথ ও কার্যকরী পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থাও অত্যন্ত জরুরি যা কিনা সংশ্লিষ্ট বিভাগকে জবাবদিহিতার আওতায় এনে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করবে।

এক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন বিভিন্ন বিভাগসমূহের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টনের ক্ষেত্রে তার অবকাঠামো, দক্ষতা ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে যথাযথভাবে তা করা হয় এবং কোনোভাবেই একীভূত শিক্ষাকে শুধুমাত্র একটি বিভাগের কাজ হিসেবে দেখা না হয়। বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে একীভূত শিক্ষা সেলকে একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হিসেবে ধরা হয়। যদিও সেলটির মূল দায়িত্ব মূলধারার কার্যক্রমে কারিগরি সহায়তা দিয়ে একীভূত শিক্ষাকে মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করানো। মূলধারার কার্যক্রমের সঙ্গে একীভূত শিক্ষার ধারণা ও কার্যক্রম সংযুক্ত করতে না পারলে দীর্ঘমেয়াদে টেকসই ব্যবস্থাপনা পাওয়া সম্ভব নয়।

এডভোকেসি বার্তা-৬

একীভূত শিক্ষার কার্যকর উদ্যোগ মূলত নির্ভর করে মন্ত্রণালয়, শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহের শক্তিশালী এবং দীর্ঘস্থায়ী সহযোগিতাও সমন্বয় ব্যবস্থার ওপর।

এডভোকেসি কৌশল প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয়

বাংলাদেশে একীভূত শিক্ষার ধারণাগত ভিন্নতা ব্যাপক। একটি সামষ্টিক, সমন্বিত ধারণাগত কাঠামোর ওপর কার্যক্রম সুবিন্যস্ত নয় বিধায় বিভিন্ন সংস্থা নিজস্ব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে এবং সকলেই তা একীভূত শিক্ষার বাস্তবায়ন বলে দাবি করছে। কিন্তু মূল ধারণাগত কাঠামোতে কোনোভাবে ভূমিকা রাখলেও কার্যক্রম সামগ্রিক নয় বিধায় তা কাঙ্ক্ষিত মাত্রার পরিবর্তন আনতে পারছে না। বিভিন্ন সংস্থা বিভিন্ন অংশে দক্ষতার স্বাক্ষর রাখছে বিধায় একটি সমন্বিত অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়াও সহযোগিতার মাধ্যমে এ ক্ষেত্রে ফলাফলকে সর্বোচ্চমানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। যার জন্য প্রয়োজন সরকারি-বেসরকারি সংস্থসমূহের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় ও সহযোগিতার পরিবেশ এবং শিক্ষক-প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর এ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ।

এ ধরনের সমন্বিত ও পূর্ণাঙ্গ ধারণা নিয়ে সহযোগিতামূলক কাজের পরিবেশ সৃষ্টিতে নীতি প্রণয়নকারীগণ যদি শিক্ষক-প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে যথাযথ মনোযোগ দেন এবং বর্তমান বাঁধা ও সুযোগ সম্পর্কে জানেন তাহলে সঠিক উদ্যোগ গ্রহণ এবং তার জন্য অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। পাশাপাশি নীতিতে যদি কোনো অস্পষ্টতা বা বাঁধা থাকে সেগুলো অপসারণ করার ক্ষেত্রে তা সহায়ক হবে। একইভাবে শিক্ষক-প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের বিশেষজ্ঞগণ এক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় বা নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের বাঁধা ও সুযোগ সম্পর্কে জেনে সেই অনুযায়ী বাস্তবসম্মত সুপারিশ প্রণয়ন করতে পারেন।

একটি অত্যন্ত শক্তিশালী ও কার্যকরী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নে শুধুমাত্র মন্ত্রণালয় ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি হলে হবে না, এ সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে ইতোমধ্যেই দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন এমন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানকেও সমান গুরুত্ব দিয়ে সম্পৃক্ত করতে হবে। বিষয়টি নীতি-কৌশলে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হলে এবং বাস্তবে প্রয়োগ নিশ্চিত করতে পারলে সামগ্রিক বিবেচনায় একীভূত শিক্ষা এবং সমাজ বিনির্মাণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা: উদাহরণ বাংলাদেশ

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সুদীর্ঘ ও বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতা এবং প্রেক্ষাপটভিত্তিক উদ্যোগ বাংলাদেশে সুযোগের বাইরে থাকা শিশুদের মূলধারার শিক্ষায় ফিরিয়ে আনতে প্রয়োজনীয় বাস্তবসম্মত কৌশলের অন্যতম উৎস। প্রতিনিয়ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে অভিযোজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উন্নীত এসব কৌশল আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় সংযোজিত হলে একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নের পথে অনেক বাঁধা দূর করা সম্ভব। এই উপলব্ধিতে সরকারের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহ আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করছে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় এমন অনেক কৌশল বা কর্মসূচি আছে যা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে থাকা ভৌগলিক, আর্থ-সামাজিক বা সাংস্কৃতিক বিবেচনায় পিছিয়ে পরা ও দুর্গম শিশুদের মানসম্মত শিক্ষায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করছে। উদাহারণস্বরূপ ঢাকা আহসানিয়া মিশনের মাল্টিগ্রেড টিচিং পদ্ধতির কথা বলা যায় যেখানে একজন শিক্ষক শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে এবং শ্রেণিতে থাকা শিশুদেরকে নিয়ে একই শ্রেণিকক্ষে একই সময়ে শিক্ষা পরিচালনা করছেন। প্রকল্পটি বিভিন্ন পিছিয়ে পরা দলের শিশুদের মূলধারার শিক্ষা ব্যবস্থায় ফিরিয়ে আনতে কাজ করছে। একজন শিক্ষককে পুরো পদ্ধতিটি যথাযথভাবে পরিচালনা করতে একদিকে যেমন বিভিন্ন কৌশল রপ্ত করতে হয় তেমনি অন্যান্য বিষয়ের সংগে ভাষা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে বিবেচনায় নিয়ে কাজ করতে হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে কমিউনিটির তুলনামূলকভাবে স্বল্পশিক্ষিত শিক্ষকগণ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পদ্ধতিটি বুঝে ও কৌশল রপ্ত করে এই কার্যক্রম সফলতার সংগে বাস্তবায়ন করছে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার শিক্ষকবৃন্দ বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এমন অনেক অভিনব, উদ্ভাবনী এবং একীভূত শিখন-শেখানো কৌশল রপ্ত ও প্রয়োগ করছেন যা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার শিক্ষকগণ পাচ্ছেন না কিংবা শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোতেও তার ব্যবহার ও প্রয়োগ নেই। অথচ কার্যকর সহযোগিতা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে ভালো উদ্যোগ ও কৌশলের পারস্পরিক বিনিময়ের মাধ্যমে উভয় ধারাই এক্ষেত্রে উপকৃত হতে পারে। বাংলাদেশে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থা বর্তমানে বেসরকারি সংস্থাগুলোর সংগে যৌথভাবে এ বিষয়ে কাজ করছে। ইতোমধ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন প্রণীত হয়েছে এবং প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ঝরেপরা বা সুযোগের বাইরে থাকা শিশুদের দ্বিতীয় সুযোগ দিতে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার অধীনে বিকল্প র্কাযক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে শিক্ষার এই দুই ধারার মেলবন্ধন দৃঢ় করতে পর্যাপ্ত নীতিগত উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

চ্যালেঞ্জ-৩: নীতি বাস্তবায়ন

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

ক) নীতি প্রণয়নকারী এবং নীতি বাস্তবায়নকারীদের মধ্যে দূরত্ব

নীতি প্রণয়ন ও নীতি বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে সমন্বয় বা সংযোগ না থাকলে স্থানীয় পর্যায়ের বাস্তবতা কখনোই নীতিতে প্রতিফলিত হবে না এবং এ কারণে নীতি বাস্তবায়নকারীদের মধ্যে নীতি সম্পর্কে বোধ্যগম্যতার ঘাটতি তো হবেই পাশাপাশি নীতির প্রতি মালিকানাবোধও থাকবে না। নীতিতে স্থানীয় প্রেক্ষাপটের প্রতিফলনের সুযোগ কমে আসলে বাস্তবায়নকারীদের মধ্যে নীতি সম্পর্কে উদাসীনতাও তৈরি হবে। এই জাতীয় পরিস্থিতির মধ্যে নীতির গুণগত মান তত্ত্বীয়ভাবে যত ভালোই হোক না কেন তার যথাযথ বাস্তবায়ন এবং কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে না। কোনো নীতি যখন একান্তই একক বা ছোট দলগত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে তৈরি হয় তখন এ পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে।

বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এই সমন্বয়হীনতা ও দূরত্ব বিদ্যমান। নীতি কৌশল প্রণয়নে স্থানীয় বা তৃণমূল পর্যায়ের অংশগ্রহণ কিছুটা থাকলেও তা অর্থপূর্ণ করার যথাযথ উদ্যোগ খুব একটা নেই। ফলে যাদের জন্য এবং যাদের নিয়ে নীতি তাদের সংগে যারা নীতি প্রণয়ন করেন তাদের ধারণাগত বৈষম্য এখানে প্রকট। নীতি নির্ধারক এবং প্রণয়নকারীদের সাধারণ বোধগম্যতা হচ্ছে যাদের জন্য নীতি তাদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞান বা ধারণা অস্পষ্ট; সুতরাং বিশেষজ্ঞরাই নীতি প্রণয়ন করবেন। বাস্ত বায়নমুখী নীতি প্রণয়ন না হওয়ায় এবং জবাবদিহিতার সাংগঠনিক মজবুত বিন্যাস না থাকায় তত্ত্বীয়ভাবে বাংলাদেশের অনেক নীতি গুণগতমানের হলেও এর বাস্তবায়ন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হতাশাব্যঞ্জক।

বাংলাদেশে একীভূত শিক্ষা বিষয়ে একটি সমন্বিত নীতি না থাকা এবং বিভিন্ন নীতিতে তার চাহিদা অনুযায়ী সংযুক্তি এর বাস্তবায়নকে আরও কঠিন করে তুলেছে। তাছাড়া নীতিসমূহের অনেক ক্ষেত্রেই পরস্পর বিরোধী অবস্থান থাকার কারণে বাস্তবায়নকারীদের মধ্যে অনাগ্রহ ও আত্মবিশ্বাসের অভাবও লক্ষণীয়।

খ) নীতিতে বিদ্যালয় পর্যায়ে স্থানীয় জনসমাজের অংশগ্রহণ এবং সম্পদের ব্যবহার এর গুরুত্ব ও স্বীকৃতির প্রতিফলন

নীতি যখন স্থানীয় ব্যক্তি ও সম্পদের সক্রিয় অংশগ্রহণকে সমর্থন ও স্বীকৃতি দেয় না তখন ব্যাপক পরীক্ষিত অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও দক্ষতা হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া স্থানীয় অভিজ্ঞতা মূল্যায়িত না হওয়ায় জনসমাজের সম্পৃক্ততাও আশঙ্কাজনক হারে কমে যায়। এ প্রেক্ষিতে স্থানীয়

সম্পদ ও জনসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া কোনোভাবেই সকল শিশুর জন্য একীভূত শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না।

একীভূত শিক্ষার মূল নীতিমালার অন্যতম হলো বৈচিত্র্যকে শক্তি হিসেবে বিবেচনা করা অথচ সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া, বাদ পড়া অনেক গোষ্ঠী তাদের বৈচিত্র্যকেই পিছিয়ে পড়ার মূল কারণ হিসেবে মনে করে। বৈচিত্র্যের শক্তি ও সম্ভাবনার স্বীকৃতি না পেয়ে একদিকে যেমন তাদের আত্মবিশ্বাস কমতে থাকে তেমনি নীতিতে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ না থাকলে শিক্ষায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে তাদের উপস্থিতি খুবই কম থাকে।

বাংলাদেশে আদর্শগতভাবে নীতিপ্রণয়ন ও বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের বিষয়টি যথাযথ গুরুত্ব পায়। এমনকি অনেক নীতি কিংবা কৌশল প্রণয়নে অংশগ্রহণের সুসংগঠিত কাঠামোও থাকে। কিন্তু প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গি, সীমিত বোধগম্যতা এবং দুর্বল জবাবদিহিতামূলক ব্যবস্থার কারণে এর বাস্তবায়ন খুবই দুর্বল। অলঙ্কারিকভাবে কিছু উদ্যোগ থাকলেও এ বিষয়ে ব্যাপক কোনো সক্রিয়তা লক্ষ করা যায় না।

পরিস্থিতি বিশ্লেষণে যেসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজা যেতে পারে;

- যথাযথ ও বাস্তবসম্মত একীভূত শিক্ষা বিষয়ক নীতি প্রণয়নে নীতি প্রণেতাদের প্রাতিষ্ঠানিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় কীভাবে সহায়তা করা যেতে পারে?
- সংশ্লিষ্ট স্থানীয় প্রেক্ষাপট বিবেচনায় কীভাবে স্থানীয় জনসমাজকে একীভূত শিক্ষার নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে?
- একীভূত শিক্ষার শিখন-শেখানো কার্যক্রমের উন্নয়নে স্থানীয় জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতার সর্বোচ্চ সুবিধা নিতে কীভাবে শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করা যেতে পারে?

এডভোকেসি বার্তা-৭

নীতি প্রণেতা ও নীতি বাস্তবায়নকারী এক সঙ্গে কাজ করে সাধারণ বোধ্যগম্যতা তৈরির পাশাপাশি সম্ভাবনা ও বাঁধা সম্পর্কে সচেতন হবে এবং তা মোকাবেলার জন্য সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট কৌশল প্রয়োগ করবে।

এডভোকেসি নির্দেশনা প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয়

একীভূত শিক্ষাসংক্রান্ত শিক্ষক নীতিমালা শুধু শিক্ষক-প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানই বাস্তবায়ন করে না, শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানই তা বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ও ফোকাসের ভিন্নতার কারণে নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সকল প্রতিষ্ঠানের যৌথভাবে কাজ করা জরুরী। তাই নীতির সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে নীতি প্রণয়নে, যেমন, নীতি

বাস্তবায়নকারীদের সরাসরি সম্পৃক্ত করতে হবে তেমনি নীতি বাস্তবায়নে নীতি প্রণয়নকারীদের সুনির্দিষ্ট ভূমিকা থাকতে হবে। একটি সহজবোধ্য ও অংশগ্রহণমূলক ধারণাগত কাঠামো এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, স্থানীয় শিক্ষা কর্মকর্তাদের যেমন শিক্ষক-প্রশিক্ষণ নীতিমালা প্রণয়নে সম্পৃক্ত করতে হবে তেমনি একীভূত শিক্ষার বাস্তবায়নে শিক্ষক-প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে অর্থপূর্ণভাবে সম্পৃক্ত করতে হবে। অন্যদিকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ সুযোগের বাইরে থাকা অন্যান্যদের অংশগ্রহণও গুরুত্বপূর্ণ। যেন তাদের সমস্যা ও সম্ভাবনার যথাযথ প্রতিফলনের মাধ্যমে বাস্তবসম্মত ও বাস্তবায়নযোগ্য নীতি কৌশল প্রণয়ন করা যায়।

<u>এডভোকেসি বার্তা - ৮</u>

শিক্ষা নীতিতে স্থানীয় পর্যায়সহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের শিক্ষা এবং শিক্ষক-প্রশিক্ষণ বিষয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ ও স্বীকৃতি থাকা প্রয়োজন।

এডভোকেসি নির্দেশনা প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয়

একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নে স্থানীয় সংশ্লিষ্টদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া একীভূত শিক্ষা যেহেতু একটি প্রক্রিয়া তাই স্থানীয় পর্যায়ে এ সংক্রান্ত যে শক্তভিত্তি এবং সম্পদ আছে তার স্বীকৃতিসহ সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে বাস্তবায়ন অনেক সহজ করা সম্ভব। আর এ অংশগ্রহণও হতে হবে একীভূত। কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে শনাক্ত করে শুধু অংশগ্রহণের জন্য নয়, বরং স্থানীয় চাহিদা ও বৈচিত্র্য যেন যথাযথভাবে শিক্ষার পরিকল্পনায় প্রতিফলিত হয় তা নিশ্চিত করতে এ উদ্যোগ থাকা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তত্ত্বীয়ভাবে কিংবা নীতিগত বিবেচনায় এ সংক্রান্ত ব্যাপক অংশগ্রহণের সুযোগ থাকলেও যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে তা না হওয়া এবং অংশগ্রহণের গুণগত মান নিয়ে কোনো পরিবীক্ষণ না থাকার কারণে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাছাড়া এ অংশগ্রহণ প্রক্রিয়া যথাযথ ও পারস্পরিক করার জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কোনো কাঠামো গড়ে না ওঠায় সমস্ত প্রক্রিয়ায় ব্যাপক নিষ্ক্রিয় অংশগ্রহণ লক্ষ করা যায়।

স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানিক কাঠামোয় সক্রিয় অংশগ্রহণের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করলে তৃণমূল পর্যায়ে সকল অংশীজনকেই শিক্ষার বৃহত্তর নীতি এবং বাস্তবায়ন কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব। বাংলাদেশে এ সংক্রান্ত সাংগঠনিক রূপরেখা আছে। যেমন, এসএমসি, পিটিএ, ইত্যাদি।

তাছাড়া বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষা নীতিতে বেসরকারি ও ব্যক্তিখাতের সঙ্গে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার অংশীদারিত্বের বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে বর্ণিত আছে। ফলে নীতির এ বিষয়টি বাস্তবায়নে বেসরকারি সংস্থার অগ্রগণ্য ভূমিকা নেয়া প্রয়োজন।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিবিড় সম্পর্ক। বিশেষ করে যে এলাকায় শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান অবস্থিত সে এলাকার বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট অনেক সমস্যা প্রশিক্ষণার্থীরা বাস্তবসম্মতভাবে সমাধান করতে পারে যা পরবর্তীতে শিক্ষক প্রশিক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে পারে।

নীতি যেভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে যৌথভাবে কাজ করতে সহায়তা করতে পারে;

- প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকরা যেন নিকটবর্তী স্কুলে চর্চা করতে পারে তা নীতির মাধ্যমে নিশ্চিত করা।
- প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক এবং শিক্ষক প্রশিক্ষকবৃন্দ স্থানীয় স্কুলের মান উন্নয়নে যেন স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করতে পারে নীতিতে তার সুযোগ থাকা।
- শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নিকটবর্তী বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা যেন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান থেকে তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়ানোর সুযোগ পায় নীতিতে সে সুযোগ রাখা।
- শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নিকটবর্তী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণসহ বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনায় জড়িত ব্যক্তিবর্গ শিক্ষক প্রশিক্ষণে তাদের স্থানীয় অভিজ্ঞতার আলোকে যেন অংশগ্রহণ করতে পারেন তার সুযোগ থাকা।

পারস্পরিক সংযোগ, যোগাযোগ ও সম্পর্কের উন্নয়নকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যেতে শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য শিক্ষক নির্বাচনের ক্ষেত্রেও সর্বোচ্চ ভিন্নতার মিশ্রণ যেন নিশ্চিত করা যায় তা লক্ষ্য রাখা যেতে পারে। প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনে একটু সর্তক এবং পরিকল্পিত পদক্ষেপ নিয়ে এটা নিশ্চিত করা যায়। শিক্ষক হিসেবে বিভিন্ন বৈচিত্র্যের এবং সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর ব্যক্তিবর্গ যেন প্রস্তুত হতে পারেন এবং নিয়োগ পেতে পারেন এ জন্য শিক্ষক-প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বিশেষ উদ্যোগ নিতে পারে।

বাংলাদেশে, বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাক-চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ সুবিধা না থাকায় শিক্ষক হিসেবে গড়ে ওঠার প্রতিষ্ঠানিক সুযোগ নেই বললেই চলে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন বেসরকারি উদ্যোগ থাকার ফলে একটি প্রশিক্ষিত দল গড়ে উঠলেও তা মূল শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া কোনোভাবেই প্রভাবিত করতে পারে না। ফলে শিক্ষক হিসেবে চাকুরির মানসিকতা বা ন্যূনতম প্রস্তুতি নেই এমন অনেকেই চাকুরি হিসেবে এ পেশায় আসেন যাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধন যথেষ্ট কষ্টকর ও ব্যয়সাপেক্ষ।

নীতি যদি প্রেক্ষাপট বিবেচনায় গুণগতমানের শিক্ষার বিষয়টি চিন্তা করে এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ সৃষ্টি করে তবে তা সার্বিকভাবে শিক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে পারে।

এডভোকেসি বার্তা - ৯

শিক্ষা সংশ্লিষ্ট স্থানীয় অংশীজনদের নীতি প্রণয়ন, সংশোধন এবং বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করা জরুরি।

এডভোকেসি নির্দেশনা প্রণয়নে জন্য বিবেচ্য বিষয়

নীতিতে বাস্তবসম্মতভাবে একীভূত শিক্ষা বিষয়ে স্থানীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও সম্পদের প্রতিফলন নিশ্চিত করতে এবং সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনদের মধ্যে নীতির প্রতি মালিকানাবোধ তৈরিতে নীতি প্রণয়ন, সংশোধন, অভিযোজন, বিশ্লেষণ ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় সকল স্তরের অংশীজনদের সক্রিয় অংশগ্রহণ জরুরি। শিক্ষক প্রশিক্ষক, শিক্ষক, স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ, ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকগণকে এ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ততার কারণে নীতি বাস্তবায়নে বা যে কোনো সীমাবদ্ধতার উত্তরণে সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ অনেকাংশে বেড়ে যায়।

বাংলাদেশে জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০ তার উজ্জ্বল নিদর্শন। সুনির্দিষ্ট ও সংগঠিত পরিকল্পনার মাধ্যমে ব্যাপক অংশগ্রহণ ও আলোচনার মধ্য দিয়ে প্রণয়ন করা হয়েছে বিধায় এ নীতির গ্রহণযোগ্যতা এবং নীতি বাস্তবায়নে সকল অংশীজনের আগ্রহ অন্যান্য অনেক নীতির তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। উল্লেখ্য যে এখানে নীতি বলতে শুধুমাত্র জাতীয়ভাবে প্রণীত কোনো দলিল নয় বরং কোনো শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কিংবা জেলা বা আঞ্চলিক পর্যায়ে সৃষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রেও এই ধারণার চর্চা গুরুত্বপূর্ণ।

চ্যালেঞ্জ - ৪: আর্থ-সামাজিক নীতি

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

ক) বাজার-তাড়িত (Market driven) শিক্ষানীতি এবং সত্যিকার অর্থে একীভূত শিক্ষানীতির মধ্যে অমিল বা অসামঞ্জস্যতা

বাজার নির্দেশিত বা নিয়ন্ত্রিত পন্থা শিক্ষাকে অনেকটা পণ্যের মত দেখে যেখানে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষা অর্জন করতে হয়। উপরন্তু এই পন্থা শিক্ষাকে অর্থনৈতিক অর্জনের উপায় হিসেবে গুরুত্ব দেয়, যেখানে শিক্ষার সামাজিক অর্জন উপেক্ষিত থাকে। বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও বিশ্লেষণ থেকে এটা জানা যায় যে বাজার-তাড়িত শিক্ষানীতি ও ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে শিক্ষায় সমতা সৃষ্টিতে বাঁধার সৃষ্টি করে। শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবে এই ধারণা অত্যন্ত জোড়ালো যে শিক্ষার দায়-দায়িত্ব সরকারের এবং সকলেরই শিক্ষার সমান সুযোগ পাওয়ার অধিকার রয়েছে যা প্রকারান্তরে একীভূত শিক্ষাকেই অগ্রগামী করে। অন্যদিকে বাজার-তাড়িত শিক্ষা একীভূত শিক্ষার অন্তরায় হিসেবে কাজ করে।

বাজার-তাড়িত শিক্ষা যেভাবে একীভূত শিক্ষার বিপরীতে কাজ করে :

- সহযোগিতামূলক শিখন সংস্কৃতি পরিবর্তে মুক্তবাজার প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করে, ফলে শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের মাঝে অসম এবং মুনাফাভিত্তিক প্রতিযোগিতা তৈরি হয়। সংকীর্ণ ও তাৎক্ষণিক ফলাফল নির্ভর মূল্যায়ন ব্যবস্থা জেঁকে বসে এবং অসম ও অসুস্থ প্রতিযোগিতা তৈরি হয়। সর্বোপরি শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আসে এবং তারা নিরুৎসাহিত হয়।
- সংকীর্ণ মূল্যায়ন ব্যবস্থার মাধ্যমে শিশুদের যোগ্যতা ও দক্ষতা পরিমাপ করা হয় যা শিশুর সার্বিক ও সমন্বিত শিখনকে গুরুত্ব দেয় না বরং শুধুমাত্র একাডেমিক বা পুঁথিগত শিক্ষাকেই উৎসাহিত করে।
- শিক্ষাকে প্রথমত অর্থনৈতিক মুনাফার উপায় হিসেবে মনে করে এবং শিক্ষার সম্ভাব্য সামাজিক মুনাফাকে উপেক্ষা করে।
- যারা সমাজে অর্থনৈতিক মুনাফা ছাড়া অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সম্ভাব্য স্থায়ী পরিবর্তনের জন্য কাজ করে তাদের মূল্যায়ন করা হয় না। এমনকি ভবিষ্যৎ অর্থনীতিতে তার ব্যাপক প্রভাবের বিষয়টিও ঠিকভাবে বিবেচিত হয় না।

সর্বোপরি শিক্ষানীতিকে অন্যান্য নীতি, বিশেষ করে অর্থনৈতিক নীতি থেকে স্বতন্ত্রভাবে বা এককভাবে বিবেচনা করা উচিত নয়। যে অর্থনৈতিক নীতিতে শিক্ষা বা সামাজিক খাতে বরাদ্দকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না, যেখানে একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়ন এবং সামাজিক একীভূতকরণ নিশ্চিত করা কঠিন। যদিও একীভূত শিক্ষা অর্থ, সম্পদ বা উপকরণের ওপর এককভাবে নির্ভর করে না তবুও যেখানে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ কম সেখানে গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষা উপকরণ ও শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। ফলে শিক্ষায় সমতা আনা ও একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়ন ব্যাপক বাঁধার মুখে পড়ে।

পরিস্থিতি বিশ্লেষণে যে প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজা যেতে পারে

- একীভূত শিক্ষা এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নে বর্তমানে অর্থায়নের উপায় কী? শিক্ষা বরাদ্দে কি রাজনৈতিক ইস্যু প্রাধান্য পায় যা প্রকারান্তে সামাজিক ও শিক্ষার একীভূততায় বাঁধা সৃষ্টি করে?
- নীতি প্রণেতাদের কীভাবে সামষ্টিক ও সমন্বিত নীতি প্রণয়নে সহায়তা করা যায় যা আদর্শগতভাবে একীভূত শিক্ষার মূল দর্শন ও নীতিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- কীভাবে বাজার নির্দেশিত নীতিসমূহকে চ্যালেঞ্জ করা যায় যা একীভূত নয় এবং সকলের সামগ্রিক উন্নয়নকে উপেক্ষা করে? কী ধরনের সহায়তা পেলে এই প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ করা সম্ভব?

এডভোকেসি বার্তা-১০

জাতীয় শিক্ষানীতি বাজার নির্দেশিত পন্থায় প্রণয়ন না হয়ে এমনভাবে প্রণীত হওয়া প্রয়োজন যেখানে শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে দেখা হয় এবং সরকার শিক্ষার সার্বিক দায়িত্ব ও অর্থায়নে ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

এডভোকেসি নির্দেশনা প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয়

শিক্ষা কিংবা একীভূত শিক্ষাকে রাষ্ট্র কোন পন্থায় বিবেচনা করে নীতি প্রণয়ন করে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেননা শিক্ষাকে মৌলিক মানবাধিকার বিবেচনা করে নীতি প্রণয়ন করলে তা প্রথমেই একীভূতকরণের প্রশ্নে কয়েক ধাপ এগিয়ে থাকে। এর সঙ্গে যদি অর্থনৈতিক নীতিসহ অন্যান্য নীতি সার্বিকভাবে এই দর্শনকে গ্রহণ করে তাহলে একীভূত শিক্ষা ও সমাজ গঠনে তা খুবই সহায়ক হয়। এক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায় থেকে স্থানীয় পর্যায়ের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, অভিভাবক ও শিশুদের সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান করা উচিত যেন তারা পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে একীভূত শিক্ষার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কাজ করে। একই সঙ্গে বেসরকারি ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ যেন অংশীদারিত্ব ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে একীভূত শিক্ষার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে, নীতিতে সে সুযোগ রাখা প্রয়োজন।

শিক্ষায় যথাযথ বিনিয়োগ বা অর্থায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আধুনিক এবং সামষ্টিক নীতির অনেক উদাহরণ থাকলেও নীতি বাস্তবায়নে অর্থ ও সম্পদের বরাদ্দ এবং নীতি অর্থায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ না থাকায় কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না। নীতি বাস্তবায়নে প্রারম্ভিক যে বিনিয়োগ কাঠামোগতভাবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তা যথেষ্ট না হওয়ায় নীতি বাস্তবায়ন দক্ষতার ভিত দুর্বল হয়, ফলে পরবর্তীতে পর্যাপ্ত বিনিয়োগও অনেক সময় এই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারে না।

একীভূত শিক্ষা বিশেষ করে শিক্ষক প্রশিক্ষণে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ বা অর্থায়ন একটি শক্ত ভিত তৈরিতে সহায়তা করতে পারে। যেসব ক্ষেত্রে বিনিয়োগ গুরুত্বপূর্ণ তা হলো:

- শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহায়তা করা যেন তারা একীভূত শিখন পদ্ধতি পুরোপুরি আয়ত্ত করতে পারে এবং শিক্ষক নিয়োগে বৈচিত্র্যকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়ে সকল গোষ্ঠী বা পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর সদস্যদের সম্পৃক্ত করতে পারে। এজন্য প্রয়োজনে বিশেষ অর্থায়ন ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে যেন মূল ধারার শিক্ষা ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ একীভূততা নিশ্চিত করা যায়।
- প্রাক-চাকুরি, উপানুষ্ঠানিক ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং আনুষ্ঠানিক চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণের মধ্যে সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব বাড়ানোর উদ্যোগকে সহায়তা।
- শিক্ষকদের মধ্যে পেশাদারী মনোভাব এবং সংস্কৃতি গড়ে তোলার উদ্যোগকে সহায়তা যা শিক্ষকদের চলমান এবং ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নে উদ্বুদ্ধ করে।

কীভাবে বুঝব যে এডভোকেসি কাজ করছে?

এডভোকেসির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণের সময়ই কিছু সূচক নির্বাচন করা জরুরি, যার মাধ্যমে এডভোকেসি কার্যক্রমের অগ্রগতি মনিটরিং করা সম্ভব। সূচক যদি যথাযথভাবে এডভোকেসির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে ধারণ করতে পারে তবে সঠিক ও সহজভাবে অগ্রগতি পরিমাপ ও পর্যালোচনা করা যায় এবং বিভিন্ন মেয়াদে তার প্রতিফলনও দেখতে পাওয়া যায়। তবে লক্ষ রাখতে হবে যেন এডভোকেসির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং সূচক প্রণয়নের সময় সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের সম্পৃক্ততা থাকে। না হলে অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় এডভোকেসি কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পরীবিক্ষণ করা যাবে না।

নিম্নে এডভোকেসি কার্যক্রমের অগ্রগতি পরিমাপের জন্য কিছু সূচক প্রস্তাব করা হলো যা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ক্রমান্বয়ে পরিবর্তনশীল।

- আর্ন্তজাতিক, জাতীয় এবং স্থানীয়ভাবে গৃহীত একীভূত শিক্ষা সংশ্লিষ্ট নীতিসমূহ ধারণাগতভাবে পরস্পর সংযুক্ত এবং সরকারের সকল পর্যায়ের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নীতি এবং তার চর্চার ফলাফল সম্পর্কে সচেতন।
- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ নীতি বাস্ত বায়নে একসঙ্গে কাজ করে ফলে শিক্ষক প্রশিক্ষণও একীভূত হয়।
- শিক্ষা সংশ্লিষ্ট নীতি পর্যালোচনা ও উন্নয়নে একীভূত শিক্ষার ধারণাকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হয় এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণে তার প্রতিফলন নিশ্চিত করা হয়।
- শিক্ষা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয় একই বোধগম্যতা নিয়ে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে একীভূত শিক্ষার জন্য পরস্পর সহযোগে কাজ করে।
- একীভূত শিক্ষা সম্পর্কিত নীতি পর্যালোচনা, উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় বিভাগ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বেসরকারি ও ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে।
- নীতি প্রণেতা ও নীতি বাস্তবায়নকারীগণ একই বোধগম্যতার ভিত্তিতে একীভূত শিক্ষা বাস্ত বায়নের বাঁধা চিহ্নিত করতে পারেন এবং তা মোকাবেলা করার জন্য কৌশল প্রণয়ন করতে পারেন।
- বিভিন্ন শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান একীভূত শিক্ষার একই ধারণার ভিত্তিতে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া এবং এ সংক্রান্ত অনুশীলন প্রদর্শন করতে পারে। এসব চর্চা ওপর গবেষণা হয় এবং ক্রমান্বয়ে তা ছড়িয়ে যেতে থাকে।
- শিক্ষা সংশ্লিষ্ট নীতি একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নে স্থানীয় অংশীজনদের সক্রিয় অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করে।

- শিক্ষা সংশ্লিষ্ট স্থানীয় অংশীজনরা নীতি পর্যালোচনা ও প্রণয়নে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে।
- "বাজার নির্দেশিত শিক্ষা কাঠামো একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নে বাঁধা এবং তা শুধুই শিক্ষার অর্থনৈতিক অর্জনকে ধারণ করে, সামাজিক ও নৈতিক অর্জনকে নয়" এ বিষয়ে সকলের একই ধরনের বোধগম্যতা আছে।
- শিক্ষা ব্যবস্থায় সকল পর্যায়ে অর্থ ও সম্পদের বরাদ্দ পর্যাপ্ত।

পরিশিষ্ট

আমরা আলোচিত সমস্যাগুলোয় উল্লিখিত প্রতিটি এডভোকেসি বার্তার সম্ভাব্য লক্ষ্যজন এই সারণিতে প্রস্তাব করেছি। আপনার জন্যও এখানে একটি জায়গা থাকছে, যেখানে আপনার পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় কোন পদ্ধতি এবং মাধ্যম ব্যবহার করে এই সমস্ত এডভোকেসি বার্তাকে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যজনের কাছে পৌঁছে দিতে চান সে সম্পর্কিত ভাবনাগুলোকে যুক্ত করতে পারবেন।

এডভোকেসি বার্তা	যাদের কাছে এ বার্তা পৌঁছাতে হবে	কীভাবে?
এডভোকেসি বার্তা-১ একীভূত শিক্ষা সম্পর্কিত বিদ্যমান নীতি সম্পর্কে সচেতনতা এবং আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে নীতিমালার মধ্যে সুসামঞ্জস্যতা রক্ষা করা প্রয়োজন।	• প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্ত কেন্দ্রীয় থেকে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত সকল উর্ধ্বতন কর্মকর্তা • শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্ত কেন্দ্রীয় থেকে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত সকল উর্ধ্বতন কর্মকর্তা • শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ • শিক্ষক প্রশিক্ষক • প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক • জনসমাজ ও বেসরকারি সংস্থা	
এডভোকেসি বার্তা-২ দেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বৃহত্তর পরিসরে একীভূত শিক্ষার সহজবোধ্য এবং বাস্তবায়নযোগ্য একটি ধারণাগত কাঠামো থাকা জরুরি।	• প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্ত কেন্দ্রীয় থেকে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত সকল উর্ধ্বতন কর্মকর্তা • শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্ত কেন্দ্রীয় থেকে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত সকল উর্ধ্বতন কর্মকর্তা • শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ • বেসরকারি ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা	

এডভোকেসি বার্তা	যাদের কাছে এ বার্তা পৌঁছাতে হবে	কীভাবে?
এডভোকেসি বার্তা-৩ মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর বিদ্যমান নীতিমালা বিশ্লেষণ করে নীতিতে সামঞ্জস্যতা আনায়ন এবং প্রয়োজনে নতুন নীতি প্রণয়নে উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন, যেন তারা ধারণাগত কাঠামোর আওতায় থেকে একীভূত শিক্ষা এবং একীভূত শিক্ষক প্রশিক্ষণ পরিচালনা করতে পারে।	• প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্ত কেন্দ্রীয় থেকে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত সকল ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা • শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্ত কেন্দ্রীয় থেকে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত সকল ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা • শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ • শিক্ষক প্রশিক্ষক	
এডভোকেসি বার্তা-৪ নীতি বিশ্লেষণ পরিমার্জন, পরিবর্ধন ও প্রণয়নে একীভূত শিক্ষা, বিশেষ করে শিক্ষক প্রশিক্ষণে একীভূত শিক্ষার বিষয়টি যথাযথভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।	• প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্ত কেন্দ্রীয় থেকে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত সকল ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা • শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্ত কেন্দ্রীয় থেকে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত সকল ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা • শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ • শিক্ষক প্রশিক্ষক	
এডভোকেসি বার্তা-৫ একীভূত শিক্ষার যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর যথাযথ দায়িত্ব বন্টনসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়কে সম্পৃক্ত করার সুনির্দিষ্ট কৌশল ও প্রক্রিয়া থাকা প্রয়োজন।	• প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্ত কেন্দ্রীয় থেকে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত সকল ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা • শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্ত কেন্দ্রীয় থেকে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত সকল ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা • স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় ইত্যাদি	
এডভোকেসি বার্তা-৬ একীভূত শিক্ষার কার্যকর উদ্যোগ মূলত নির্ভর করে মন্ত্রণালয়, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি - বেসরকারি সংস্থার শক্তিশালী এবং দীর্ঘস্থায়ী সহযোগিতা ও সমন্বয় ব্যবস্থার ওপর।	• প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্ত কেন্দ্রীয় থেকে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত সকল ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা • শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্ত কেন্দ্রীয় থেকে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত সকল ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা • শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ • শিক্ষক প্রশিক্ষক • বেসরকারি ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা	

এডভোকেসি বার্তা	যাদের কাছে এ বার্তা পৌঁছাতে হবে	কীভাবে?
এডভোকেসি বার্তা-৭ নীতি প্রণেতা ও নীতি বাস্তবায়নকারী এক সঙ্গে কাজ করে সাধারন বোধ্যগম্যতা তৈরির পাশাপাশি সম্ভাবনা ও বাঁধা সম্পর্কে সচেতন হবে এবং তা মোকাবেলার জন্য সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট কৌশল প্রয়োগ করবে।	• প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্ত কেন্দ্রীয় থেকে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত সকল উর্ধ্বতন কর্মকর্তা • শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্ত কেন্দ্রীয় থেকে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত সকল উর্ধ্বতন কর্মকর্তা • শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ • শিক্ষক প্রশিক্ষক • শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ • বেসরকারি ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা	
এডভোকেসি বার্তা-৮ শিক্ষানীতিতে স্থানীয় পর্যায়সহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের শিক্ষা এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিষয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ ও স্বীকৃতি থাকা প্রয়োজন।	• প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্ত কেন্দ্রীয় থেকে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত সকল উর্ধ্বতন কর্মকর্তা • শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্ত কেন্দ্রীয় থেকে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত সকল উর্ধ্বতন কর্মকর্তা • শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ • শিক্ষক প্রশিক্ষক • বেসরকারি ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা	
এডভোকেসি বার্তা-৯ শিক্ষা সংশ্লিষ্ট স্থানীয় অংশীজনদের নীতি প্রণয়ন, সংশোধন এবং বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া সম্পৃক্ত করা জরুরি।	• প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্ত কেন্দ্রীয় থেকে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত সকল উর্ধ্বতন কর্মকর্তা • শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্ত কেন্দ্রীয় থেকে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত সকল উর্ধ্বতন কর্মকর্তা • শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ • শিক্ষক প্রশিক্ষক • শিক্ষা প্রতিষ্ঠান • ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবক • বেসরকারি ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা	

এডভোকেসি বার্তা	যাদের কাছে এ বার্তা পৌঁছাতে হবে	কীভাবে?
এডভোকেসি বার্তা-১০ জাতীয় শিক্ষানীতি বাজার নির্দেশিত পন্থায় প্রণয়ন না হয়ে এমনভাবে প্রণীত হওয়া প্রয়োজন যেখানে শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে দেখা হয় এবং সরকার শিক্ষার সার্বিক দায়িত্ব ও অর্থায়নে ব্যবস্থা গ্রহণ করে।	• প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্ত কেন্দ্রীয় থেকে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত সকল উর্ধ্বতন কর্মকর্তা • শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্ত কেন্দ্রীয় থেকে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত সকল উর্ধ্বতন কর্মকর্তা • শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ • শিক্ষক প্রশিক্ষক • শিক্ষা প্রতিষ্ঠান • ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবক • বেসরকারি ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা	

শিক্ষক প্রশিক্ষণে একীভূত শিক্ষার প্রসার ৩টি এডভোকেসি গাইড সমষ্টি

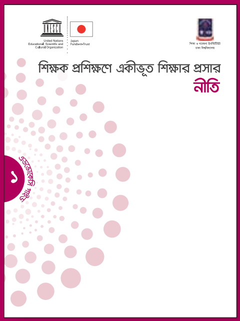

GW‡fv‡Kwm MvBW 1: ÔbxwZÕ - G MvBWwU‡Z GKxfZ wk¶vi eZgvb bxwZgvjv Ges wk¶v e¨e¯'vi wewfbœ chv‡q (‡hgb gš¿Yvjq, wk¶K-wk¶v cwZôvb ¯'j chv‡q) bxwZgvjvi AmvgÄm¨Zv, AcwicYZv Ges Abcw¯'wZ msµvš— P¨v‡jÄ m¤ú‡K Av‡jvKcvZ Kiv n‡q‡Q| GQvov we`¨gvb †c¶vc‡U P¨v‡jÄ chv‡jvPbv K‡i Zvi wfwË‡Z GW‡fv‡Kwmi gva¨‡g cwieZb/ms‡hvR‡bi †KŠkj m¤ú‡K aviYv †`Iqv n‡q‡Q| GB MvBWwU gva¨‡g bxwZ-wbaviK, wk¶K cwk¶K Ges wk¶K cwk¶‡Yi GKxfZ wk¶vi cmvi NUv‡bvi Rb¨ GW‡fv‡Kwm K‡i Kvw•¶Z cwieZb Avb‡Z fwgKv ivL‡Z cv‡ib|

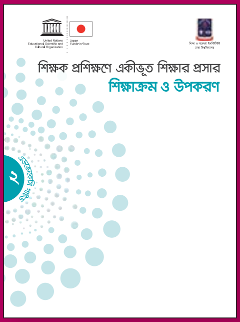

GW‡fv‡Kwm MvBW 2: Ôwk¶vµg I DcKiYÕ - G MvBWwU‡Z wk¶K cwk¶Y Kvhµ‡g e¨eüZ wk¶vµg I DcKi‡Yi cvi¯úwiK wbweo m¤ú‡Ki K_v we‡ePbv K‡i welq `‡Uv‡K GKxfZ wk¶vi †c¶vc‡U mgwšZfv‡e Av‡jvPbv Kiv n‡q‡Q| MvBWwU‡Z GKxfZ wk¶vi Av‡jv‡K wk¶K cwk¶Y Kvhµ‡g e¨eüZ wk¶vµg I DcKi‡Y we`¨gvb P¨v‡jÄ m¤ú‡K Av‡jvKcvZ Kiv n‡q‡Q Ges Zvi wfwË‡Z GW‡fv‡Kwmi gva¨‡g cwieZb/ms‡hvR‡bi †KŠkj m¤ú‡K aviYv †`qv n‡q‡Q| GB MvBWwUi gva¨‡g bxwZ-wbaviK, wk¶K cwk¶K Ges wk¶Ke› wk¶K cwk¶‡Yi wk¶vµg I DcKi‡Y GKxfZ wk¶vi cmvi NUv‡bvi Rb¨ Kvw•¶Z cwieZb Avb‡Z fwgKv ivL‡Z cv‡ib|

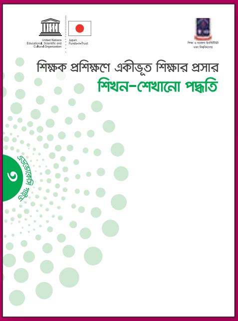

GW‡fv‡Kwm MvBW 3: ÔwkLb-†kLv‡bv c×wZÕ GKxfZ wk¶vµg I GKxfZ wkLb-†kLv‡bv c×wZ mivmwi m¤úKh³ Ges GKwU AciwUi cwZ wbfikxj| wk¶vµ‡g wk¶vi mvgwMK KvVv‡gv cwZdwjZ nq| mZivs GKxfZ wk¶vµ‡g wk¶vi mvgwMK KvVv‡gv GKxfZ Kivi wb‡`kbv _v‡K hvi mv‡_ GKxfZ wkLb-†kLv‡bv c×wZ mswkó| MvBWwU‡Z GKxfZ wk¶vi Av‡jv‡K wkLb-†kLv‡bv c×wZ m¤ú‡K we`¨gvb P¨v‡jÄ m¤ú‡K `wócvZ Kiv n‡q‡Q Ges Zvi wfwË‡Z GW‡fv‡Kwmi gva¨‡g cwieZb/ms‡hvR‡bi †KŠkj m¤ú‡K aviYv †`qv n‡q‡Q| GB MvBWwUi gva¨‡g bxwZ-wbaviK, wk¶K cwk¶K Ges wk¶Ke› wk¶K cwk¶‡Yi wkLb †kLv‡bv c×wZ‡Z GKxfZ wk¶vi cmvi NUv‡bvi Rb¨ Kvw•¶Z cwieZb Avb‡Z fwgKv ivL‡Z cv‡ib|

AvBGmweGb: 978-984-33-9309-8 (gy`ªY ms¯‹iY)
AvBGmweGb: 978-984-33-9310-4 (B‡jKUªwbK ms¯‹iY)

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

BD‡b¯‹v XvKv
evox bs 122,moK bs 1, eK Gd,
ebvbx, XvKv -1213, evsjv‡`k|
B †gBj: dhaka@unesco.org
†dvb: +8802-9873210
9862073, 9871695
d¨v·: +8802-9871150

wk¶v I M‡elYv Bbw÷wUDU
XvKv wek¦we`¨vjq, XvKv-1000
†dvb: +8802-9661920-73 (G´U: 8200)